NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ নির্মলার বাজেট মধ্যবিত্ত আয়করদাতাদের জন্য স্বস্তির বাজেট

আধুনিক শিক্ষায় মূল্যবোধের অভাব রয়েছে পরতে পরতে! ৮

কলকাতা ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ২১ মাঘ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৩৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 04.02.2025, Vol.18, Issue No. 234 8 Pages, Price 3.00

মণিপুরের সংঘর্ষের ফরেন্সিক রিপোর্ট চাইল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি: মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংই গত বছর মণিপুরের গোষ্ঠীহিংসায় ইন্ধন জুগিয়েছিলেন কি না, দীর্ঘ দিন ধরেই এমন নানা প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে। একটি অডিয়ো টেপ ঘিরে চাঞ্চল্যও ছড়ায়। কুকিদের দাবি, ওই টেপে বীরেনের নিজমুখে 'স্বীকারোক্তি' রয়েছে। সেই অডিয়ো টেপ নিয়েই এবার পদক্ষেপ করল শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, টেপটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে রিপোর্ট জমা দিতে হবে সরকারি ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (সিএফএসএল)-কে।

সোমবার বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমার এবং প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হয়েছে। শুনানির শুরুতেই বিচারপতি কুমার বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টে আসার পরেই মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের নিমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে নৈশভোজে যোগ দিয়েছিলাম। আমি কি শুনানি থেকে সরে দাঁড়াব?' মামলাকারীর আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানান, বিচারপতির বেঞ্চে শুনানি হওয়া নিয়ে তাঁর আপত্তি নেই! শুনানি শুরু হতেই প্রশান্ত দাবি করেন, বেসরকারি সংস্থা 'ট্রুথ ল্যাব্স'-এর করা ফরেন্সিক পরীক্ষায় ওই অডিয়ো টেপের কণ্ঠের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের কণ্ঠস্বরের শতকরা ৯৩ ভাগ মিল পাওয়া গিয়েছে। এর পরেই অডিয়ো টেপটি সরকারি পরীক্ষাগার সিএফএসএল-র হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ। অডিয়োটির পুনরায় ফরেন্সিক পরীক্ষা করে সুপ্রিম কোর্টের কাছে দ্রুত রিপোর্ট জমা দিতে হবে তাদের।

গত বছরের শেষে অভিযোগ ওঠে, মণিপুরের গোষ্ঠীসংঘর্ষে মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের ইন্ধন রয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে সেই 'স্বীকারোক্তি'র অডিয়ো প্রকাশ্যে আসে। এই বিষয়ে তদন্তের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় কুকিদের একটি গোষ্ঠী। এর আগে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে ওই মামলার শুনানিও হয়েছে। সেখানে কুকিদের তরফে আইনজীবী প্রশান্ত দাবি করেন, ওই টেপে বীরেনের টেলি-কথোপকথন রেকর্ড করেছিলেন এক 'হুইসলব্লোয়ার'। মুখ্যমন্ত্রী নাকি তাতে 'স্বীকার' করেছিলেন যে, তিনি সংঘর্ষে ইন্ধন দিয়েছেন এবং যারা অস্ত্র লুট করেছিল তাদের আশ্রয় দিয়েছেন! এই দাবির সপক্ষে কুকি সংগঠনটিকে অডিয়ো টেপ-সহ উপযুক্ত প্রমাণ জমা দিতে বলে শীর্ষ আদালত।

২০২৩ সালের মে মাস থেকে মেইতেই এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা ঘিরে উত্তপ্ত মণিপুর। মাঝে কিছু দিন বিরতির পর গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় একাধিক বাড়িঘর। দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে মণিপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্যের বেশ কয়েক জন বিধায়কের বাড়িতে হামলা চালায় উন্মত্ত জনতা। রাজ্যের পাঁচ জেলায় জারি করা হয় কার্ফু। ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। গত ডিসেম্বরেও মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের বাড়ির অদূরে বোমা পাওয়া গিয়েছে! আঁটসাঁট করা হয়েছে বীরেনের নিরাপত্তা।

মহাকুম্ভে মৃতের সংখ্যা গোপনের অভিযোগে উত্তাল সংসদের ২ কক্ষ

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি: কুম্ভে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা নিয়ে সংসদের বাজেট অধিবেশন তোলপাড় হওয়ার আশঙ্কা ছিলই। আর হলোও তেমনটাই।

যোগী সরকারের দাবি মৃতের সংখ্যা ৩০। তবে বেসরকারি মতে কুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর বাস্তব সংখ্যাটা শতাধিক। সোমবার সংসদে বাজেট অধিবেশনে মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা জানতে চেয়ে সরব হয়ে উঠলেন বিরোধী সাংসদরা। তুমুল হই-হট্টগোলের জেরে কার্যত শিকেয় ওঠে অধিবেশন। কংগ্রেস, তৃণমূল, সপা-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলির গলায় শোনা গেল একটাই সুর, 'কুম্ভ পে জবাব দো'। রাজ্যসভা থেকেও ওয়াকআউট করেন বিরোধী সাংসদেরা।

সোমবার সংসদ অধিবেশন শুরু হতেই কুম্ভ ইস্যুতে সরব হন বিরোধী দলের সাংসদরা। অভিযোগ করা হয়, মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে সেই তালিকা প্রকাশ করছে না সরকার। মৃতের পরিবার যোগী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলছে। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনার ৪ ঘণ্টা পরও সরকারের তরফে ক্ষয়ক্ষতির কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। বিরোধী শিবিরের তরফে অভিযোগ তোলা হয় মৃতের প্রকৃত তথ্য গোপন করছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। তথ্য প্রকাশের দাবিতে বিরোধী শিবির রীতিমতো হই-হট্টগোল শুরু করেন তখন তাঁদের শান্ত হওয়ার আবেদন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

এই ঘটনায় রীতিমতো রুষ্ট হন স্পিকার ওম বিড়লা। টেবিল চাপড়ে স্লোগান দিতে থাকা অসমের কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুত বরদোলোইকে বলেন, 'এলাকার মানুষ আপনাকে সংসদে প্রশ্ন করতে পাঠিয়েছেন। এখানে টেবিল ভাঙবেন না। আর যদি সেটাই করতে চান, তাহলে আরও জোরে আঘাত করুন। যাতে টেবিল ভেঙে যায়।' এরপর মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ অলোক শর্মাকে বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে বিরোধীদের স্লোগান ও চিৎকারের জেরে রাগে নিজের হেডসেট খুলে ফেলেন স্পিকার।

লোকসভার পাশাপাশি রাজ্যসভাতেও এই ইস্যুতে সরব হন বিরোধী সাংসদরা। সরকার কুম্ভ নিয়ে আলোচনায় রাজি না হওয়ায় শেষে সংসদের দুই কক্ষেই বিরোধীরা ওয়াক আউট করেন। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি বলেন, 'আমরা এক ঘণ্টার জন্য ওয়াক আউট করেছি। আবার ফিরে গিয়ে এই ইস্যুতেই সুর তোলা হবে। আমরা লাগাতার ফোন পাচ্ছি। দুর্ঘটনার পর সাধারণ মানুষ তাদের পরিবারের সদস্যদের খুঁজে পাচ্ছেন না। আমরা জানতে চাই যদি ৩০ জন মারা গিয়ে থাকেন তবে সরকার কেন সেই ৩০ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করছে না।'

কিছু সময় পরে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ অলোক শর্মাকে নিজের প্রশ্ন পেশ করার জন্য বলেন লোকসভার স্পিকার। তখনও স্লোগান এবং হইহট্টগোল চলছিল বিরোধী সাংসদদের। পরে অবশ্য লোকসভার কার্যপ্রণালী এগোতে শুরু করে।

সরস্বতী পুজোয় গার্লস স্কুলের সামনে 'ইভটিজিং'

প্রতিবাদ করায় মাথা ফাটল প্রতিবাদী বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরস্বতী পুজোর দিন গার্লস স্কুলের সামনে 'ইভটিজিং'-এর অভিযোগ ঘিরে রক্তারক্তি কাণ্ড হাওড়ার রামরাজাতলায়। সোমবার দুপুরে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। আহত অবস্থায় এক ছাত্রীর বাবাকে উদ্ধার করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ রামরাজাতলা এলাকার একটি গার্লস স্কুলের সামনে জটলা চোখে পড়ে। চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে দেখা যায়, এক জনের মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে। জানা যায়, ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করায় তিনি প্রহৃত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আনুমানিক দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিট নাগাদ স্কুলে সরস্বতী পুজো দেখতে দশম শ্রেণির এক ছাত্রী বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যায়। সেই সময় তিন নাবালক একটি স্কুটি চেপে গার্লস স্কুলের সামনে রাস্তার ঘোরাঘুরি করছিল। অভিযোগ, তারা ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করছিল। দশম শ্রেণির ওই ছাত্রীটির উদ্দেশেও কটূক্তি করা হয় বলে অভিযোগ। ছাত্রীটির বাবা প্রতিবাদ করলে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয় অভিযুক্তেরা।

স্কুলের সামনে শুরু হয় শোরগোল। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে অন্যান্য অভিভাবক জড়ো হন ঘটনাস্থলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ। এলাকার লোকেরা অভিযুক্তদের মধ্য দু'জনকে ধরে মারধর করেন। তাঁদের হাত থেকে ওই দু'জনকে উদ্ধার করে পুলিশ। তাদের আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। তৃতীয় অভিযুক্ত পলাতক। তার খোঁজ করছে পুলিশ।

স্বভাবতই এই ঘটনায় অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। মেয়ের পিতারাও যে নিরাপদ নয় এমনটাই বক্তব্য অভিভাবকদের। এই ঘটনায় কঠোর শাস্তির দাবি করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যাতে এরপর এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে দুষ্কৃতীদের ভয় হয়। গোটা ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ধরা পড়েছে। সেই ফুটেজ সংগ্রহ করে পলাতক অভিযুক্তকে শনাক্ত করার কাজে ব্যবহার করবেন পুলিশ আধিকারিকরা বলে সূত্রের খবর।

কুম্ভ-পদপিষ্টকাণ্ডে মামলা গ্রহণ করল না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি: কুম্ভমেলায় পদপিষ্টের ঘটনা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করল না সুপ্রিম কোর্ট। ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক এবং উদ্বেগের বলে মন্তব্য করেছে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ। তবে এই মামলাটি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বদলে হাইকোর্টে যাওয়া উচিত বলে জানান প্রধান বিচারপতি। মামলাকারীকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে এ বিষয়ে আবেদন জানানোর পরামর্শ দেন তিনি।

গত ২৯ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলায় পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৬০ জনেরও বেশি। এই পরিস্থিতিতে কুম্ভমেলায় যাওয়া পুণ্যার্থীদের জন্য সুরক্ষাবিধি এবং নির্দেশিকা বেঁধে দেওয়ার আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন আইনজীবী বিশাল তিওয়ারি। সোমবার মামলাটি প্রধান বিচারপতি খান্না এবং বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে উঠলে তারা সেটি গ্রহণ করেনি।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে সোমবার এজলাসে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী মুকুল রোহাতগি। তিনি জানান, পদপিষ্টের ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যে একটি বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠন হয়েছে। সে কথা শুনে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ মামলাকারীকে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেয়।

উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলা শুরুর কয়েক মাস আগে থেকেই সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং তাঁর সরকারের মন্ত্রী ও আধিকারিকেরা দাবি করছিলেন, প্রয়াগরাজে প্রবল ভিড়ে পদপিষ্টের আশঙ্কা এড়াতে কোটি কোটি পুণ্যার্থীর জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু গত সপ্তাহে মঙ্গলবার গভীর রাত এবং বুধবার ভোরে মৌনী অমাবস্যার 'শাহি স্নানে'র শুরুতেই প্রকাশ্যে চলে আসে প্রশাসনিক ব্যর্থতার ছবি। মৌনী অমাবস্যার শাহি স্নানে ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে যোগী সরকারের পুলিশ, র‍্যাফের পাশাপাশি ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআইএসএফ-ও।

জনস্বার্থ মামলাকারীর অভিযোগ ছিল, সরকারি গাফিলতির কারণেই মঙ্গলবার গভীর রাতে ত্রিবেণী সঙ্গমে ৩০ জনের মৃত্যু এবং অন্তত ৬০ জনের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে পদক্ষেপ করার জন্য শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানান তিনি। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে পদদলিত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ারও আর্জি জানান মামলাকারী।

রেলমন্ত্রীর দাবি ওড়াল তৃণমূল কংগ্রেস

■ বাজেটে বৈষম্যের অভিযোগের মাঝেই পশ্চিমবঙ্গে রেলের উন্নয়নে এবার বিপুল বরাদ্দ করা হয়েছে বলে দাবি করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রীতিমতো পরিসংখ্যান তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানার সঙ্গে তুলনা করে মন্ত্রীর দাবি, মমতার জমানার চেয়ে এবার তিনগুণ বেশি বরাদ্দ হয়েছে বাংলার রেলে। যদিও পালটা তৃণমূলের দাবি, বাংলা বিরোধী বিজেপি সরকার খাতায় কলমে ফান্ড দেখালেও বাস্তবে সেই টাকা এসে পৌঁছয়নি। কোনও উন্নয়ন না করেই কেল্লাফতে করার চেষ্টা চলছে।

স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব

■ রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে নিন্দা করা হয়েছিল আগেই। দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে 'আপত্তিকর মন্তব্যে'র অভিযোগে সোমবার কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনল শাসকদল বিজেপি। সোমবার শাসকদলের সাংসদের রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ধনখড়ের কাছেএ সংক্রান্ত নোটিস জমা দিয়েছেন।

দুর্বল ছাত্রদের নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ দেয় না আপ

শেষবেলার প্রচারে কেজরিওয়ালকে আক্রমণ মোদির

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি: দুর্বল ছাত্রদের নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ দেয় না আম আদমি পার্টি। আসন্ন দিল্লি ভোটের আগে সোমবার আপের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর অভিযোগ, যে সব ছাত্রেরা দশম শ্রেণির পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে পাশ করবে, কেবল মাত্র তাদেরকেই নবম শ্রেণি থেকে দশমে পাঠানো হয়, যাতে সরকারের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। সোমবার নয়াদিল্লির আরকে পুরমে নির্বাচনী প্রচারের শেষ পর্বে আপ সরকারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার হালহকিকত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মোদি। সেখানেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একটি কথোপকথনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দশমের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা অকৃতকার্য হলে আপ সরকারের খ্যাতি নষ্ট হবে। তাই নবম শ্রেণির পর দুর্বল পড়ুয়াদের দশম শ্রেণিতে পাঠানো হয় না।' এর পরেই মোদির আশ্বাস, বসন্ত পঞ্চমীর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লিতেও 'উন্নয়নের নতুন বসন্ত' আসতে চলেছে! তাঁর কথায়, 'দিল্লির মানুষের ১১ বছর নষ্ট করেছে আপ-দ সরকার। আমাদের একটা সুযোগ দিন, দিল্লিতে এমন সরকার আসবে যা প্রতিটি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনকে সমৃদ্ধ

করবে।' যদিও আপের দাবি, গত ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজধানীতে বিশ্বমানের বেশ কয়েকটি স্কুল তৈরি করেছে আপ। শুধু তাই নয়, সরকারি স্কুলগুলিতেও শিক্ষার মান উন্নত হয়েছে। সোমবার মোদির আরও আশ্বাস, ক্ষমতায় এলে অটোচালক এবং গৃহপরিচারকদের জন্য একটি কল্যাণ বোর্ড গড়া হবে, যাতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমা পাবেন তাঁরা। দিল্লির একটিও বস্তি ভাঙা হবে না, এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন মোদি। উল্লেখ্য, বুধবার দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। এক দফায় বিধানসভার ৭০টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ৮ ফেব্রুয়ারি হবে গণনা। সেই মতো সোমবার সন্ধ্যা ৫টায় শেষ হবে প্রচারের পালা। সেখানে প্রতিটি আসনে মুখোমুখি লড়ছে আপ, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ এবং কংগ্রেস। তবে মূল লড়াই আপ এবং বিজেপির মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে বিভিন্ন জনমত সমীক্ষার ইঙ্গিত। সেখানে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নিয়ন্ত্রিত দিল্লি পুলিশের মদতে বিজেপি গুন্ডামি চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে আপ।

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আগে আজ মন্ত্রিসভার বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। রাজ্যে নতুন বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে আয়োজিত এই মেগা সম্মেলনের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলেছে জোর কদমে। মন্ত্রী, সচিব ও পদস্থ আধিকারিকেরা সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করছে। সম্মেলন শুরুর ঠিক আগে আরও একবার বৈঠকে বসছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে আজ বিকালে নবান্নে ওই বৈঠকে সব দপ্তরের মন্ত্রীদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে মূলত সম্মেলন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। এরপরে মুখ্যমন্ত্রীর নিউটাউনের ইকো পার্কে শিল্পপতি-সহ বিভিন্ন বণিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক চা চক্রেও মিলিত হবেন। সেখানে সম্মেলনের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে প্রশাসনিক সূত্রে।

আশা করা হচ্ছে, এই বাণিজ্য সম্মেলন থেকে প্রতিবছরের মত এই বছরও বড় বিনিয়োগ হতে চলেছে। বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি কয়েক মাস আগে থেকেই রাজ্যের তরফ থেকে শুরু হয়ে যায়। শুধুমাত্র তাই নয়, বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি সংক্রান্ত একাধিক বৈঠকও করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই নয়, বৈঠক থেকে খতিয়ে দেখা হয় গতবারের বাণিজ্য সম্মেলনের সমস্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবের অগ্রগতি। নবান্ন সূত্রে খবর, কয়েক'শো একর জমি 'পরিত্যক্ত' অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সেই জমিগুলিতে নতুন করে কোনও শিল্প বা শিল্পপার্ক তৈরি করা যায় নাকি সে দিকেই নজর নবান্নের। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এবার তাঁর সরকারের লক্ষ্য আরও শিল্প ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

অষ্টম বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ৩০টির বেশি দেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিনিধিরা যোগদান করতে কলকাতায় আসছেন। উক্ত সম্মেলনে বঙ্গের ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প, পর্যটন শিল্প। চামড়া শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অহ্বান জানাচ্ছেন শিল্প প্রতিনিধিদের কাছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ডেটা সেন্টারের অসন্ন বিশ্ববঙ্গ-বাণিজ্য সম্মেলনে বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসাবে তুলে ধরতে চাইছে বঙ্গ সরকার। এ ছাড়াও উন্নত উৎপাদন শিল্প, প্রতিরক্ষা উৎপাদন, কৃষি সংক্রান্ত শিল্প, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ ও সৃজনশীল অর্থনীতিতে বঙ্গে বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হবে আগত শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে। এর পাশাপাশি চলচিত্র শিল্প ও পর্যটন শিল্পে আরও লগ্নী টানতে ও তৎপর বঙ্গ সরকার।

ছত্তিশগড়ে মাওবাদী দমনে ফের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়পুর, ৩ ফেব্রুয়ারি: ছত্তিশগড়ে মাওবাদী দমন অভিযানে আবার সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। সোমবার সকালে বস্তার ডিভিশনের কাঁকের জেলায় গুলির লড়াইয়ে নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-এর সশস্ত্র শাখা পিলজি (পিপল্স লিবারেশন গেরিলা আর্মি)-র এক সদস্যের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশের দাবি উত্তর বস্তার বং মাড় ডিভিশনের সীমানায় অবুঝমারের জঙ্গলের দুর্গম এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী বিসএফ, ছত্তিশগড় সশস্ত্র পুলিশ এবং 'ডিসট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড' বাহিনীর যৌথ অভিযানে এই সাফল্য মিলেছে বলে পুলিশের দাবি। এই নিয়ে গত এক মাসের অভিযানে বস্তার ডিভিশনে সিপিআই মাওবাদীর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রামচন্দ্র রেড্ডি ওরফে চলপতি-সহ মোট ৩৪ জন গেরিলার মৃত্যু হল।

শনিবার রাতে কাঁকেরের পড়শি জেলা বিজাপুরে আট মাওবাদী পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলেন।গত ৩ জানুয়ারি থেকে বস্তার ডিভিশন জুড়ে নতুন করে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে যৌথবাহিনী।

বিজাপুর ও সুকমার পাশাপাশি নারায়ণপুর, দান্তেওয়াড়া, জগদলপুর, কাঁকের এবং কোন্ডাগাঁও জেলার পাহাড়- জঙ্গলেও চলছে তল্লাশি অভিযান।

পাশাপাশি, মাওবাদী গেরিলাদের মূল স্রোতে শামিল হওয়ার জন্য চলছে ধারাবাহিক প্রচার অভিযান। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণ করেছেন গান্ধি তাঁতি ওরফে কমলেশ এবং মাইনু ওরফে হেমলাল কোররাম, রঞ্জিত লেকামি ওরফে অর্জুন এবং তাঁর স্ত্রী কোসি ওরফে কাজলের মতো মাওবাদী নেতা-নেত্রীরা।

ধৃত চার বাংলাদেশী রোহিঙ্গা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমেরিকার মসনদে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হওয়ার পর থেকেই বিশ্ব জুড়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়টি আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। যাকে কেন্দ্র করে বিগত মাস থেকেই ৮-১০ হাজার ভারতে প্রবেশ করা বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে ভারত সরকার। এই পরিস্থিতির মধ্যেই হায়দ্রাবাদ থেকে বাংলাদেশ যাবার পথে রবিবার সাঁতরাগাছি স্টেশনে গ্রেফতার এক নাবালক সহ ৪ রোহিঙ্গা বাংলাদেশী। রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, রবিবার বিকেলে হাওড়ার সাঁতরাগাছি রেলস্টেশনের চার ও পাঁচ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে রেল পুলিশ। ধৃতদের নাম, মহম্মদ আলম (২৩), রিয়াসুল ইসলাম (২০), বেগম দিলবার (৩৪) ও রবিউল ইসলাম (১৬)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মায়ানমার থেকে দীর্ঘদিন আগে এরা বাংলাদেশে এসেছিল। সেখানেই একটি রিফিউজি ক্যাম্পে ছিল তারা। এরপর গত বছরের শেষের দিকে কাগজপত্র ছাড়াই চোরাপথে ভারতে ঢুকে হায়দ্রাবাদে চলে যায়। সেখানে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতো এই চারজন। হায়দ্রাবাদে কিছু সমস্যা হওয়ায় এরা ফের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। রবিবার হায়দ্রাবাদ থেকে সাঁতরাগাছি স্টেশনে আসে চারজনের দলটি। ভিড়ের মাঝে চারজন কে দেখে সন্দেহ হওয়ায় তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে জিআরপি। জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তারা স্বীকার করে ভারতে বিনা বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই তারা প্রবেশ করে। তাদের কাছ থেকে বৈধ কাগজপত্র না মেলায় অবৈধ অনুপ্রবেশের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তদের। ধৃতদের এদিন হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হয়।

ভারত সেবাশ্রম সংঘে সরস্বতী পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে প্রণব ছাত্রাবাসে মহাসমারোহে সরস্বতী পুজো অনুষ্ঠিত হল। দূর দুরান্ত থেকে বহু মানুষ, ছাত্রছাত্রীরা পুজোয় অংশ নেয়। নতুন পড়ুয়াদের হাতেখড়ি দেন সংঘের সন্ন্যাসীরা। সংঘের সন্ন্যাসীরা সমবেতভাবে মা সরস্বতীর কাছে পুষ্পাঞ্জলি দেন। পুষ্পঞ্জলি দেন সাধারণ মানুষও। পরে ভক্তদের জন্য প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়। পুজো পরিচালনা করেন সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ। তিনি প্রণব ছাত্রাবাস পরিচালিত দেওয়াল পত্রিকার উদ্বোধন করেন। পুজো করেন স্বামী বিমুক্তানন্দ মহারাজ।

সরস্বতী বন্দনায় চিকিৎসকদের সম্মান জানালেন পিয়াল, সোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাগদেবী শিক্ষার দেবী, শিল্প-সংস্কৃতির দেবী। আর্মহাস্ট স্ট্রিট বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল সোসাইটির সরস্বতী পুজোয় এবার উদ্বোধন হয়েছিল চিকিৎসকদের হাত ধরেই। চিকিৎসক সমাজকে সম্মানিত করতে এমনই অভিনব প্রয়াস নিতে দেখা গেল ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভরসা ও ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পিয়াল চৌধুরী ও পুরমাতা সোমা চৌধুরীকে। যার সহযোগিতায় ইন্দিরা রাজীব মেমোরিয়াল। দেখতে দেখতে তাদের এই পুজো ৩৩ তম বর্ষে পদার্পণ করল। প্রতিবছরই উদ্বোধনে চমক দেখা যায় ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাগ দেবীর আরাধনায়। এ'বছর এই পূজোর উদ্বোধন হয় চিকিৎসক দের হাত ধরে। পিয়াল চৌধুরী ও পুরমাতা সোমা চৌধুরীর এমন উদ্যোগে স্বভাবতই খুশি চিকিৎসক মহল। সমাজে চিকিৎসকদের ভূমিকা যে যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ সেকথা উপলব্ধি করেছেন সোমা চৌধুরী ও পিয়াল চৌধুরী। তাই তাদের এই প্রয়াসকে কুর্নিশ জানান এদিনের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী চিকিত্সকেরা।তবে শুধু উদ্বোধন নয় তাদের সংবর্ধনাও জানান চৌধুরী দম্পতি। এদিন তাঁরা জানান এই ক'দিন জমজমাট হয়ে থাকবে গোটা আর্মহাস্ট স্ট্রিট অঞ্চল। প্রতিদিনই ছিল বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি। ২১শে মাঘ। মঙ্গল বার , ষষ্ঠী পরে সপ্তমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ । ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : আজ টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(আজ শ্রী বরাহদেব আবির্ভাব তিথি। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রয়াণ দিবস। আরোগ্য সপ্তমী ব্রত।)

CHANGE OF NAME

I Subhash Rewani S/O Late Muni Lal Rewani R/O 255 S K NAGAR Nayabasti Rishra PO Pravashnagar PS Serampore Hooghly 712249, vide affidavit (No 1402) Dated 29/01/2025 in the court of LD Executive Magistrate Serampore Hooghly Declare that Subhash Rewani S/O Late Muni Lal Rewani and Subhash Kumar Rawani S/O Munni Lal Rawani is the same and one identical person,

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল সাহাবুদ্দিন সেখ, পিতা মক্কের সেখ সাং সাহাজাদপুর, থানা হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ দলিল ১৬৬৯৯/২৪ বরাবর ১২০৪০/২০১৫, ৮০/২০১৯, ১৯৮২৭/২৩ Power of Attorny হরেন ঘোষ পিতা হীরা ঘোষ Power No 306/2015 , উক্ত ব্যক্তি নামে কোন আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। J.L ৮৯, খং নং ২১৭৯, দাগ নং ১৭২২, পরিমান .০১৬৯ একর

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল সোনালী হালদার, স্বামী প্রবীর হালদার সাং ভাগিরথীর পূর্বপাড়া নেতাজী রোড, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, ৪২৪০/২০২০ দলিল বরাবর Power of Attorny সত্যেন ঘোষ, পিতা ৺বিধুভূষন ঘোষ Power No ৫৮/২০১১ বিক্রয় করেন উক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোন আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। J.L ৯৯, খং নং ৩৪৫, দাগ নং ১২৭, পরিমান .৪১৬ একর

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

মহামান্য আদালত সিভিল জজ্ সিনিয়ার ডিভিশান (প্রথম আদালত),চুঁচুড়া, হুগলী
রেফারেন্স: মানি (এক্সিকিউশন)
কেস নং- ১১/২০১৭
দি হুগলী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড ..ডিক্রি হোল্ডার
-বনাম-
অশ্বরিশ বিশ্বাস দীং ..জাজমেন্ট ডেটর

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, **অবিনাশ প্রসাদ রাঙ্গুঁয়া**, পিতা-৺কে.পি. রাঙ্গুঁয়া, সাং- প্রযত্নে প্রিন্সিপাল গভঃ ট্রেনিং কলেজ, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০৩, আপনার বিরুদ্ধে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা সিভিল জজ্ সিনিয়ার ডিভিশন (প্রথম আদালত), চুঁচুড়া, হুগলীতে চলমান রহিয়াছে, যাহার আগামী শুনানীর তারিখ "বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে" তারিখে ধার্য্য রহিয়াছে, উক্ত তারিখে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবু দ্বারা হাজির হয়ে আপনার স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করিবেন, অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা আপনার বিরুদ্ধে মহামান্য আদালত একতরফা শুনানী করিবেন।

সেখ রাজু (অ্যাডভোকেট),
জেলা জজ্ আদালত, হুগলী
শ্রী চরণ সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ্ আদালত, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)সেখ মোর্তাজা আলি ২)হায়দার আলি ৩)মেহেরুন্নেসা বিবি ওরফে মোসাম্মত মোহিরুন নেসা বিবি ১ ও ২ এর পিতা ও ৩ এর স্বামী মরহুম আব্দুল সর্দার ওরফে আব্দুল রহিম ১-৩এর সাকিম ভাটুয়া, রাজহাট, পোলবা, হুগলী-712154, **৪)আবুল হাসান, ৫)রাবিয়া খাতুন স্বামী সাহ নাওয়াজ, ৬)হাসবুন নিশা ওরফে হাসবুন নেছা বিবি** স্বামী নইমুদ্দিন, ৪-৬ নং এর পিতা মরহুম আব্দুল সর্দার ওরফে আব্দুল রহিম, ৪ ও ৬ নং এর সাকিম ৬/৬ ভিক্টোরিয়া লেন, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৫, ৫নং এর সাকিম আলি হায়দার রোড নয়াবস্তি, টিটাগড়, উত্তর ২৪ পরগণা-৭০০১১৯, ৭)নইমুদ্দিন ওরফে সেখ নইমুদ্দিন পিতা মহম্মদ জামিল ওরফে জমির মিঞ্জা, সাকিম শেখ আকবর আলি রোড, পোঃ তেলিনীপাড়া, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলি-৭১২১২৫ বিগত ইং 27/05/19 তারিখে ডি.এস. আর. -১ চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0270/19 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**মহম্মদ আলি** পিতা মরহুম আব্দুল সর্দার ওরফে আব্দুল রহিম সাকিম ৬/৬ ভিক্টোরিয়া লেন, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি বিক্রয় করিতেছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, ভাটুয়া মৌজায়, ৩১ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ৯২৫, ৯১৩, ২৩৭, ১০৬২/১, ৬০, ৯৯, ২৩৬, ২৯১, ২৩০, ৪১৯/১, ৫৪০, ৭২৩, ৭৫৯, ৮৪৩, ৯০৫, ৬১, ৯৩২, ৯৭০, ৮৮/১, ১২৯, ৪৭৫, ১১২৪, ১৫১৯, ১৬৯৩, ১৬৯৬, ১৬৯৭, ১৬৯৮, ৬৮৬/১, ১৯৭৮ নং খতিয়ানে সাবেক তথা হাল ১৬৭২, ১৬৭৩, ১৬৭৪, ১৬৭৫, ১৬৭৮, ১৬৮০, ১৬৮৫, ১৬৮৬, ১৬৮৭, ১৬৮৮, ১৭০৭, ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৬৯, ১৯৬৯/২৪৮২, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ নং দাগের বর্ণিত সম্পত্তির ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার দাতাগণের ওয়ারিশনসূত্রে এবং/ও খরিদা দলিল মূলে প্রাপ্ত সমগ্র সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমরা উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি -মহম্মদ আলি
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

দলিল হারিয়ে গিয়েছে

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী শেখর নন্দন** পিতা মদন মোহন নন্দন, সাকিম হাটখোলা, চন্দননগর, হুগলী মহাশয়ের জিম্মা হইতে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত তাহার নিজ নামে খরিদাকৃত চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১নং ওয়ার্ড, হরিদ্রাডাঙ্গা মেন রোড, চন্দননগর মৌজায় অবস্থিত, জে. এল. নং ১, ৩৭৩ ও ৩৭৪ নং খতিয়ান ভুক্ত ও সাবেক ৩৬১ তথা হাল ৪৭৮ নং দাগে শালি জমি ২ কাঠা ০৩ ছটাক ২২ বর্গফুট তপশীল ভুক্ত ১-২০৮০/১৯৯১ নং বিক্রয় কোবালা দলিলটি 26/03/2014 তারিখে হারাইয়া যায়, উক্ত মর্মে স্থানীয় চন্দননগর থানাতে একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহার জি.ডি.ই নং ৩৬ তারিখ ০১/০৪/২০১৪ । প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে আমার মক্কেল **শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস** পিতা ৺গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস সাকিম সুকান্ত নগর, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ উক্ত সম্পত্তিটি খরিদ করিয়া মালিক ও দখলিকার হইতেছেন।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকিলে বা উক্ত দলিল সম্পর্কে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য, দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী কালে কোন দাবি দাওয়া বাতিল ও নামাঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রী প্রশান্ত কুমার মুখার্জী পিতা ৺নন্দলাল মুখার্জী সাকিম ১৩/১এ বৃন্দাবন মল্লিক ফার্স্ট লেন, রাজা রামমোহন সরনী, আর্মহারস্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, পঃবঃ মহাশয় বিগত ইং 06/09/2024 তারিখে A.R.A-I, কলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-7985/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রদীপ কুমার মুখার্জী** পিতা ৺নন্দলাল মুখার্জী সাকিম ১৩/১এ বৃন্দাবন মল্লিক ফার্স্ট লেন, রাজা রামমোহন সরনী, আর্মহারস্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, পঃবঃ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 17/01/2025 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-0588/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল **মূলে 1)শ্রীমতী মমতা সিনহা @ মমতা সিং 2)শ্রীমতী সীমা সিং, 3)শ্রীমতী অনুপমা সিং** সকলের পিতা ৺সুভাষ সিং সকলের সাকিম পূর্ব সেখপাড়া, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, পঃবঃ মহাশয়াগণকে বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা আমোদঘাটা, 40 নং জে.এল ভুক্ত, ১)সাবেক তথা হাল এল.আর. 111 নং দাগে, হাল এল.আর. 3393(**প্রশান্ত কুমার মুখার্জী**) নং খতিয়ানে, পেট্রোল পাম্প জমি ষোল আনায় 0.09 একর তন্মধ্যে 0.5000 অংশে 0.04 একর বা 04 শতক এবং হাল এল.আর. 3394(**প্রদীপ কুমার মুখার্জী**) নং খতিয়ানে, ষোল আনায় 0.09 একর তন্মধ্যে 0.5000 অংশে 0.05 একর বা 05 শতক। ২)সাবেক তথা হাল এল.আর. 112 নং দাগে, হাল এল.আর. 3393(প্রশান্ত কুমার মুখার্জী) নং খতিয়ানে, পেট্রোল পাম্প জমি ষোল আনায় 0.04 একর তন্মধ্যে 0.5000 অংশে 0.02 একর বা 02 শতক এবং হাল এল.আর. 3394(প্রদীপ কুমার মুখার্জী) নং খতিয়ানে, ষোল আনায় 0.04 একর তন্মধ্যে 0.5000 অংশে 0.02 একর বা 02 শতক। 3)সাবেক 112 তথা হাল এল.আর. 112/1503 নং দাগে, হাল এল.আর. 3393(**প্রশান্ত কুমার মুখার্জী**) নং খতিয়ানে, বাগান জমি ষোল আনায় 0.08 একর তন্মধ্যে 0.5000 অংশে 0.04 একর বা 04 শতক এবং হাল এল.আর. 3394(**প্রদীপ কুমার মুখার্জী**) নং খতিয়ানে, ষোল আনায় 0.08 একর তন্মধ্যে 0.5000 অংশে 0.04 একর বা 04 শতক। একুনে ৩টি দাগে মোট 0.21 একর বা 21 শতক আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে উক্ত কোবালা দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **1)শ্রীমতী মমতা সিনহা @ মমতা সিং 2)শ্রীমতী সীমা সিং, 3)শ্রীমতী অনুপমা সিং** উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা–চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলির কাজে নজরদারি রাজ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রী হয়রানি রুখতে রাজ্য সরকার অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলির কাজকর্মের উপর সরাসরি নজরদারি চালাবে। ওই সব সংস্থা রাজ্য সরকারের প্রবর্তিত নয়া নীতি মেনে পরিষেবা দিচ্ছে কিনা তাও এবার থেকে নিয়মিত খতিয়ে দেখা হবে বলে রাজ্যের পরিবহন দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।। সম্প্রতি রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী নেতৃত্বে পরিবহন দপ্তরের কর্তারা রাজ্যে পরিষেবা দেওয়া বিভিন্ন অ্যাপ ক্যাব সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে ওইসব সংস্থার ব্যবহৃত সফটওয়্যার সরকারি কর্তাদের নিয়মিত খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কোন যাত্রীর সঙ্গে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটলে তাও যাতে পরিবহন দপ্তর সরাসরি জানতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।রাজ্যের ক্যাব নীতিতে বলা হয়েছে, ৬০ দিনের মধ্যে অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলিকে নতুন করে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ ১০ হাজার টাকা দিতে হবে। সেই সঙ্গে লাইসেন্স ফি ধার্য করা হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। একইভাবে লাইসেন্স রিনিউ, ডুপ্লিকেট লাইসেন্স কিংবা ঠিকানা বদল করতে আড়াই হাজার টাকা ফি দিতে হবে। সিকিওরিটি ডিপোজিট হিসেবে অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলিকে সরকারের ঘরে কমপক্ষে এক লক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা জমা রাখতে হবে। এইসব নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে ওইসব সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালের শয্যা বৃদ্ধি: রাজ্য সরকার কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়িয়ে ৩০ থেকে ৫০ করছে। এর জন্য ব্যয় হবে প্রায় ২৪ কোটি টাকা। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজে চিঠি লিখে ঘাটালের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব) কে একথা জানিয়েছন। মানুষকে আরো উন্নত মানের স্বার্থ পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ বলে তিনি চিঠিতে জানিয়েছেন। সরকারের এই সদর্থক ভূমিকার কথা সাংসদকে নিজের এলাকার মানুষের মধ্যে যথাযথ প্রচারেরও তিনি নির্দেশ দেন।

সোমবার অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে (ER হেডকোয়ার্টার, গার্ডেন রিচ-এ রেলের জন্য বাজেট অনুদান (২০২৪-২০২৫) সংক্রান্ত আলোচনা করে একটি সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে।

ফেব্রুয়ারিতেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান শুরুর সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে প্লাবনের হাত থেকে পাকাপাকি মুক্তি দিতে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের মূল পর্বের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। চলতি মাসের মাঝামাঝি ওই কাজ শুরু হতে পারে বলে সেচ ও জলপথ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বিভাগীয় মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানিয়েছেন,কেন্দ্রীয় সরকারকে মুখ্যমন্ত্রী বারবার চিঠি দেওয়া, প্রতিনিধি পাঠানো সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সাল থেকে একটা পয়সাও দেয় নি। তাই ঘাটাল মাস্টার প্লান রাজ্য তার নিজের অর্থ দিয়ে করবে। তিনি জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ১২৩৮ কোটি টাকা খরচ হবে। ইতিমধ্যে এবিষয়ে বিভিন্ন কাজে ৩৪১ কোটি ৫৫০ লক্ষ টাকা খরচ করেছে।

সমীক্ষার কাজ, বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির কাজও শেষ । তিনি বলেন দুই মেদিনীপুর, হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে নিত্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। এব্যাপারে কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রসঙ্গও বিধানসভায় তুলে ধরেন সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রী। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারকে মুখ্যমন্ত্রী বারবার চিঠি দেওয়া,প্রতিনিধি পাঠানো সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সাল থেকে একটা পয়সাও দেয় নি। তাই ঘাটাল মাস্টার প্লান রাজ্য তার নিজের অর্থ দিয়ে করবে।এছাড়া উত্তরবঙ্গে গঙ্গা ভাঙন রুখতে ভাঙন প্রবণ ভূতনী, দিয়ারা, রতুয়া এক এবং দু'নম্বর ব্লক, অন্যদিকে ভাঙন প্রবণ সুন্দরবনকে রক্ষা করতে দুটি বড়সড় পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

বংশগত ক্যান্সার রুখতে সরোজ গুপ্তা ক্যান্সার সেন্টারের নতুন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বংশগত ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে ঠাকুরপুকুরের সরোজ গুপ্তা ক্যান্সার সেন্টার এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট জেনেটিক কাউন্সেলিং ক্লিনিকের উদ্বোধন করে পূর্ব ভারতের ক্যান্সার চিকিৎসাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলো। এই বিশেষ ক্লিনিকটি মূলত বংশগত ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিরা আধুনিক কাউন্সেলিং সুবিধে পাবে। যা প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সার শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসা পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ রাজীব সারিন, বিভাগীয় প্রধান, রেডিয়েশন অনকোলজি এবং ইনচার্জ, ক্যান্সার জেনেটিক ক্লিনিক, টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল (টিএমএইচ) ও এসিটিআরইসি, মুম্বই, ডঃ অর্ণব গুপ্ত, মেডিক্যাল ডিরেক্টর, এসজিসিসি এন্ড আরআই, ডঃ রাহুল রায় চৌধুরী, কনসাল্ট্যান্ট, ক্যান্সার জেনেটিক ক্লিনিক, ডঃ সমীর ভট্টাচার্য, ইনচার্জ, ক্যান্সার জেনেটিক ক্লিনিক, অঞ্জন গুপ্ত, সেক্রেটারি, এসজিসিসি এন্ড আরআই, ডঃ গৌতম ভট্টাচার্য, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, এসজিসিসি এন্ড আরআই - এর মত বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সম্মানীয় অতিথিরা। ডঃ রাজীব সারিন এই ক্লিনিকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন, 'জেনেটিক কাউন্সেলিং ক্যান্সার নিরাময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বংশগত ক্যান্সারের ঝুঁকি শনাক্ত করে এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।' টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এসজিসিসি এন্ড আরআই এর ক্যান্সার জেনেটিক ক্লিনিকে এসজিসিসি এন্ড আরআই-তে রোগীরা বিনামূল্যে জেনেটিক কাউন্সেলিং পাবেন। অন্যান্য হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠান থেকে আসা রোগীদের জন্য অতি অল্প কিছু মূল্য রাখা হয়েছে। এই ক্লিনিক টি সপ্তাহে দু দিন - বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত চালু থাকবে।

বইমেলায় তুলিকা মজুমদারের নতুন বই প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৪৮ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায়। সেখানেই প্রকাশ পেল একালের পরিচিত লেখিকা তুলিকা মজুমদারের একাধিক বই। তাঁর লেখা নতুন বই রিজেন্সি রোম্যান্স ও রহস্য, উপন্যাসিকা কপটক্রীড়া ও সহসা তমসা । ৬০২ নম্বর স্টলে এবং আমরা প্রকাশনী থেকে রিজেন্সি রোম্যান্স ও রহস্য উপন্যাসিকা কপটক্রীড়া এবং ৩৪৭ নম্বর স্টলে বর্ণাক্ষর সাহিত্য প্রকাশনার থেকে ডার্ক জনরার গল্প সংকলন সহসা তমসা বই গুলি মুক্তি পায়। বই গুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হওয়ায় অত্যন্ত খুশি লেখিকা তুলিকা মজুমদার।এছাড়াও এশিয়ান প্রেস বুকসের স্টল নম্বর ই-৪৫ এযাবৎকালে লেখিকার কলমে লেখা বই যেমন ৭ কাণ্ড, মাছরাঙা, দিগন্তরেখা, ওয়েব অফ লাইস ও দা প্রিন্সলি এফেয়ার বইগুলি পাঠকের সমাদর পেয়েছে। এবারের বইমেলায় পাওয়ার যাচ্ছে সে'সব বই। ৬৬২ নম্বর স্টলে পাওয়া যাচ্ছে গপ্পোবাগীশ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত চতুর্ভয় বইটির তৃতীয় মুদ্রণ। তুলিকা মজুমদারের বইগুলো পাওয়া যাচ্ছে ৬০২, ৬৬২, ৩৪৫ ও ই ৪৫ স্টলগুলিতে। পেশায় কর্পোরেট কর্মী তুলিকা অল্প সময়ে সাহিত্য জগতে জায়গা করে নিয়েছেন, পরিচিত নাম হয়ে উঠেছেন বিভিন্ন সাহিত্য গোষ্ঠির সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে। লেখিকার

বাংলা শীঘ্রই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পাবে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫-২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশার রেলওয়ের জন্য বাজেট অনুদান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। নয়াদিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এক সংবাদ সম্মেলনে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন যে, কেন্দ্রীয় বাজেটে (২০২৫-২৬) রেলের জন্য একটি বড় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই বাজেটে (২০২৫-২৬) পশ্চিমবঙ্গের জন্য রেকর্ড ১৩,৯৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যেখানে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সময়কালে গড় বরাদ্দ ছিল ৪, ৩৮০ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ সালের বাজেট বরাদ্দ ২০০৯-১৪ সালের গড় বাজেট বরাদ্দের চেয়ে প্রায় ৩ গুণ বেশি।

রেলমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ শীঘ্রই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের পরিষেবা পাবে। তিনি বলেন, বন্দে ভারত স্লিপারের ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে এবং শীঘ্রই এর বাণিজ্যিক রান শুরু হবে। চলতি বাজেটে ঝাড়খণ্ডে রেলওয়ের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য মোট ব্যয় ৭, ৩০৬ কোটি টাকা, যেখানে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে গড় ব্যয় ছিল ৪৫৭ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ সালের বাজেট বরাদ্দ ২০০৯-১৪ সালের গড় বাজেট বরাদ্দের চেয়ে প্রায় ১৬ গুণ বেশি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ২১ মাঘ ১৪৩১ মঙ্গলবার

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৩১ কোটি টাকা পেল না ভাটপাড়া পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা মূলত খরচ করা হয় নিকাশি, রাস্তাঘাট তৈরি কিংবা মেরামতি ও পানীয় জল সরবরাহ সংক্রান্ত প্রকল্পে। পুর অঞ্চলের উন্নয়নে প্রতি আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন টাকা বরাদ্দ করে থাকে। কিন্তু ভাটপাড়া পুরসভার উন্নয়ন খাতের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৩১ কোটি টাকা এবার ফেরত গেল। যার ফলে পুর অঞ্চলের নাগরিক পরিষেবা এবার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লো। যদিও পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা ফেরত চলে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ পুরসভার একাধিক সিআইসি ও কাউন্সিল। যদিও তাঁরা এই বিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ। সূত্র বলছে, গত ৩১ জানুয়ারি শুক্রবার পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে ছয়টি বহুতল নির্মাণের সমাপ্তির শংসাপত্র অর্থাৎ সিসি পাস করা নিয়ে তুমুল মতবিরোধের সৃষ্টি হয় সিআইসি ও একাংশ কাউন্সিলরের মধ্যে। সিআইসি মিটিংয়ে পাস না করিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে পাস করানোর বিরোধিতা

করেন একাধিক সিআইসি। শেষমেশ উক্ত বিষয়ে বাকবিতন্ডার জেরে বৈঠক ছাড়েন উপ-পুরপ্রধান-সহ সিআইসি-রা। এমনকি পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা ফেরত চলে যাওয়ায়, সেদিন একাধিক সিআইসি উক্ত বৈঠকে একরাশ ক্ষোভও উগরে দেন। কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের টাকা ফেরত নিয়ে প্রাক্তন পুরপ্রধান তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা অন্য খাতে খরচ করা যায় না। কিন্তু ভাটপাড়া পুরসভা পেনশন প্রদান-সহ অন্য খাতে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের টাকা খরচ করেছে। তাঁর দাবি, পুর অঞ্চলের উন্নয়ন খাতের টাকা ফেরত চলে গেলে নাগরিক পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়বে। অপরদিকে বামনেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, টাকা ফেরত চলে যাওয়ায় তাতে পুরসভার কিছু যায় আসে না। পুর অঞ্চলের উন্নয়নের দরকার নেই। শুধু চেয়ারপার্সন ও তাঁর পরিবারের উন্নয়ন হলেই হবে। তাঁর অভিযোগ, পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন না। রাস্তাঘাট, নিকাশি বেহাল দশায় পরিণত। অথচ পুরসভায় জগদ্দলের বিধায়কের জন্য ঝাক্কাস একটা ঘর বানানো হয়েছে। টাকা ফেরত নিয়ে ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের সাফাই, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় ৩১ কোটি টাকা কেন ভাটপাড়া পুরসভা পাবে না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাঠিয়ে ফের আবেদন করা হবে।

মমতার স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নষ্ট করছে আইপ্যাক: মদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নষ্ট করার পিছনে রয়েছে আইপ্যাক, এমনটাই জানালেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান বিধায়ক মদন মিত্র। দলনেত্রী সম্পর্কে বলতে গিয়ে মদন মিত্র জানান, 'সব থেকে বড় কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও দুর্নাম ছিল না। যেটুকু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ে কালি লেগেছে, তা প্যাকওয়ালাদের জন্য।' তিনি আরও বলেন, 'প্যাকওয়ালাদের জন্যই বাংলার বাইরে থেকে সুযোগসন্ধানী একদল এল, মন্ত্রীর কাছে গিয়ে বলত, আমি ওমুক প্যাক থেকে এসেছি, এই কাজটা কালকের মধ্যে ছাড়তে হবে। কোনও প্যাক ছাড়াই আমরা উপনির্বাচনগুলো জিতেছি, মিটিং মিছিল করছি।'

উল্লেখ্য, এই প্রথম নয়, এর আগে তৃণমূলের রদবদলের সময়ে মদন মিত্র জানিয়েছিলেন, নেত্রীর

কাছে তাঁর একটাই আর্জি 'ক্লিন তৃণমূল তৈরি হোক।' টাকার বিনিময়ে দলে যে পদ বিক্রি হচ্ছে, সে কথা আগেই বলেছিলেন কামারহাটির বিধায়ক। এমন বিস্ফোরকত মন্তব্যের পর তিনি দলের একাংশের উদ্দেশে সে কথা বলেছিলেন কিনা তা নিয়েও দল অন্দরেই বিতর্ক তৈরি হয়। সেই বিতর্কের ব্যাখ্যা দিতে গিয়েই মদন মিত্র নাম না করে আইপ্যাক সংস্থাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। আর এই এজেন্সির জন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ে কালির ছিটে লেগেছে বলে দাবি করেন তিনি।

২০২২ সালের পুরসভা নির্বাচনের সময়ে তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়দের দেওয়া প্রার্থীর তালিকা এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের তালিকার পার্থক্য নিয়ে সরগরম হয়েছিল শাসকদলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। দলের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব সামনে আসে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও। কিন্তু অতি সম্প্রতি সেই সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে দলের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়কদের উদ্দেশে তাঁকে বলতেও শোনা গিয়েছে, কোনও প্যাকফ্যাক তিনি মানেন না। প্যাকের নাম করে কেউ ফোন করে কোনও তথ্য চাইলে, যাতে কোনও বিধায়করা না দেন, তাও দলের পরিষদীয় বৈঠকে নিশ্চিত করে দেন তিনি।

গুলেইন বারি নিয়ে কড়া পদক্ষেপ স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে গুলেইন বারি রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা। এবারে এই রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসায় বড় পদক্ষেপ নেওয়া হল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে। একইসঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, এই রোগের বিষয়ে প্রত্যেকটি হাসপাতালকে সতর্ক করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সূত্রে এ খবরও মেলে যে, কী ভাবে এই রোগের মোকাবিলা করা যাবে, তা নিয়ে রবিবার রাতে দু'ঘণ্টার বিশেষ অনলাইন বৈঠক হয়। স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের নেতৃত্বে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, ক্রিটিকাল কেয়ার ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা। ওই বৈঠকে মূল আলোচ্য বিষয়গুলি হল, গুলেইন বারি আক্রান্ত হয়ে নতুন করে আর যেন কারো মৃত্যু না হয় সেইদিকে নজর রাখা। যদি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ে, সেক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার পর্যালোচনা করা।

সূত্রের খবর,এই বৈঠকে মূলত জানতে চাওয়া হয়, গুলেইন বারিতে রাজ্যে বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা কত এবং তাদের শারীরিক অবস্থা কেমন তা সম্পর্কে। সঙ্গে এ নির্দেশও দেওয়া হয়, গুলেইন বারি আক্রান্তের সংখ্যা যদি বাড়ে, সে ক্ষেত্রে হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো যেন প্রস্তুত থাকে।

ইতিমধ্যেই, কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে নিউরোলজি বিভাগে অন্ততপক্ষে দুটি করে সিসিইউ বেড, শিশুদের জন্য পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের বা পিকুর দুটি বেড প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে। এছাড়াও, আই সি ইউ এবং পিকু-তে চিকিৎসা কী রকম হবে তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে এবং স্নায়ু রোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, গুলেইন বারি আক্রান্ত কিনা লক্ষণ দেখে কীভাবে আগে থেকে নিশ্চিত করা যায় তা নিয়েও। সঙ্গে এও নজর রাখতে বলা হয়, গুলেইন বারি আক্রান্তদের চিকিৎসায় প্রয়োজন ছাড়া অযথা ইন্ট্রাভেনাস ইমিউনো গ্লোবিউলিন এবং প্লাজমা থেরাপি নয়, যাতে ওষুধের সংকট না দেখা যায় সে ব্যাপারেও। পাশাপাশি নির্দেশ, হাসপাতালে আসা রোগীদের, গুলেইন বারি পজিটিভ হলে, সেই সংক্রান্ত তথ্য জরুরী ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে স্বাস্থ্য ভবনে পাঠাতে হবে।

মূলত, গুলেইন বারি নিয়ন্ত্রণে এই কয়েকটি বিষয়ের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে।

২০২৫-এ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫-এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাফে এবার অনেকটাই কমছে উচ্চ মাধ্যমিকে। সাড়ে পাঁচ লক্ষ পরীক্ষার্থীও এবার বসছেন না এই পরীক্ষায়, এমনটাই জানিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

এখনও পর্যন্ত মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা চূড়ান্ত না হলেও সংসদ আধিকারিকরা দাবি করছেন পাঁচ লক্ষ ৩০ হাজার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে এবারের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। এবারের উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমার কারণ সম্পর্কে সংসদের আধিকারিকদের দাবি, ২০২৩-এ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণদের সংখ্যা অনেকটাই কম ছিল। প্রায় ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ছিল ২০২৩-এ মাধ্যমিকের উত্তীর্ণদের সংখ্যা। তাই সেই সংখ্যার অনুপাতেই উচ্চ মাধ্যমিকে এবারে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও নীচে। যদিও আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নিয়ে বিস্তারিত ঘোষণা সংসদের তরফে করা হবে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গতবারের তুলনায় অনেকটাই কমে যাওয়ার কারণে এবার পরীক্ষার কেন্দ্রের সংখ্যা অনেকটাই কমছে। এবারে প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে একটি করে মেটাল ডিটেক্টরও পাঠাচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

এতদিন শুধুমাত্র স্পর্শকাতর পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি করত সংসদ। এবার প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষার্থীদের তল্লাশি করা হবে সংসদের তরফে। পাশাপাশি সংসদের তরফে প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে একটি করে মেটাল ডিটেক্টর ও পাঠানো হবে। এছাড়াও এ বছর থেকেই উচ্চমাধ্যমিকের প্রত্যেকটি বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংসদের তরফে পরীক্ষার ঘরেই খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র খোলা হবে। আলাদা করে প্রধান শিক্ষকের ঘর বা অন্য কোথাও প্রশ্ন পত্র খুলে সর্টিং করা হবে না। আগামী ৩ মার্চ থেকে শুরু হবে চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। শেষ ১৮ মার্চ।

ট্রেড লাইসেন্স বাতিল দুই সংস্থার থেকে সরঞ্জাম কেনা হয় আরজি করে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোভিডের দ্বিতীয় ওয়েভে ২০২১ সালে এপ্রিল থেকে জুন এই সময়কালে রোগীদের জীবন বাঁচানোর জন্য এবং হাসপাতালের অন্যদের সুরক্ষা দিতে জরুরি ভিত্তিতে এন,৯৫ মাস্ক, ভেন্টিলেশন সার্কিট,সহ ব্রিদিং ফিল্টার, গলার রোগ নির্ণায়ক যন্ত্রের মতো ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম কেনা হয়েছিল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এদিকে চার্জশিটের ১৬ নম্বর পয়েন্টে সিবিআই দাবি করেছে, কোনও নিয়ম,নীতির তোয়াক্কা না,করে হাসপাতালের চিকিৎসার সরঞ্জাম কেনা হয়েছিল এমএস হাজরা মেডিক্যাল এবং এমএস হাজরা মেডিক্যাল এজেন্সির মাধ্যমে। এদিকে এই দু'টি সংস্থার ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছিল। যে দু'টি সংস্থা থেকে সে সব কেনা হয়, সেই দু'টি সংস্থার ট্রেড লাইসেন্স বাতিল হয়ে গিয়েছিল তার আগেই। এ নিয়ে লিখিত ভাবে আপত্তি জানিয়েছিলেন হাসপাতালের পারচেজ কমিটির সদস্যেরা, তৎকালীন ডিন, এমএসভিপি এবং ফরেন্সিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। কিন্তু সে সব কথার তোয়াক্কা না করে আর্থিক ফায়দার কথা মাথায় রেখে ওই দু'টি সংস্থার কাছ থেকেই সেই সময়ে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ জরুরি প্রয়োজনের সামগ্রী কিনেছিলেন বলে আরজি কর,দুর্নীতির মামলার চার্জশিটে দাবি করেছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের বক্তব্য, এতে শুধু আর্থিক দুর্নীতি নয়, রোগীদের জীবনও ঝুঁকির মুখে ফেলা হয়েছিল।

আর এখানেই প্রশ্ন, তা হলে তাদের মাধ্যমে কেন ওই ১৫টি সরঞ্জাম কেনা হবে তা নিয়ে। আর এই প্রশ্ন তোলেন হাসপাতালের তৎকালীন অ্যাকাউন্টস অফিসার সমীর দত্ত। লিখিত ভাবে তিনি নিজের আপত্তির কথা জানান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে। তার পর এই বিষয়ে আপত্তি জানান তৎকালীন এমএসভিপি মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিন প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায় এবং ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ সোমনাথ দাস। কিন্তু সিবিআই তাদের চার্জশিটে জানাচ্ছে, এত জন পদাধিকারীর আপত্তি সত্ত্বেও তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সরঞ্জাম কিনতে ছাড়পত্র দেন ওই দু'টি সংস্থাকেই। ই,টেন্ডারে যাতে বিষয়টি আটকে না,যায়, সে জন্য প্রতিটি ইউনিট কেনা হয়েছিল ১ লক্ষ টাকার কম বাজেটে। সিবিআইয়ের দাবি, এন,৯৫ মাস্ক কেনা হয় ৯৯ হাজার ২২৫ টাকার মধ্যে। আবার সংক্রমণ আটকানোর মিশ্রণ কেনা হয়েছিল ৯৮ হাজার ৮৭ টাকা ৫০ পয়সায়। সার্জিকাল মাস্ক কেনা হয়েছিল ৯৬ হাজার ৪৮৮ টাকা ৭৫ পয়সায়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আরজি কর, দুর্নীতি মামলায় সন্দীপের সঙ্গে যোগসাজশ থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিপ্লব সিংহ, সুমন হাজরা, আফসার আলি খান ও আশিসকুমার পান্ডেকে। গত বছর নভেম্বরের শেষেই ওই মামলার চার্জশিট পেশ করেছিল সিবিআই। কিন্তু ওই চার্জশিট সংক্রান্ত সম্পূর্ণ নথিপত্র আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে জমা না পড়ায় মামলার চার্জ গঠন করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা যাচ্ছিল না। আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত চার্জ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সব নথি চেয়ে উষ্মা প্রকাশ করতেই ১ ফেব্রুয়ারি শনিবার ১০০ শতাংশ নথিপত্র সিবিআই আদালতে জমা করা হয় বলে সূত্রের খবর। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, এই সপ্তাহেই মামলার চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

যোগেশ চন্দ্র কলেজের ছাত্রীর কান্না নাটক, কটাক্ষ কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সামনে যোগেশ চন্দ্র কলেজের ছাত্রীর কান্নাকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করতে শোনা গেল তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে। প্রসঙ্গত, যোগেশ চন্দ্র ল কলেজে সরস্বতী পুজো নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা সামলাতে রবিবার সেখানে গিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেই সময় মন্ত্রীর সামনেই কলেজের পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন এক ছাত্রী। আর সেটা নাকি নাটক! এমনটাই দাবি কুণালের। ঘোষ। যোগেশ চন্দ্র কলেজের বিতর্ক সম্পর্কে কুণাল জানান, 'কলেজ নিয়ে যা দেখানো হচ্ছে, তা ডাহা মিথ্যা। এক বিল্ডিং-এ একাধিক কলেজ আছে। রেষারেষি হতেই পারে।' তাঁর দাবি, পুজো করতে কেউ নিষেধ করেনি, পুজোটা কারা করবে, এটা নিয়ে সমস্যা।

ব্রাত্য বসুর সামনে যেভাবে ওই ছাত্রী কেঁদেছেন, সেই প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, 'খোঁজ নিলে দেখবেন, যিনি কান্নাকাটি করেছেন, তিনি হয়ত কলেজের নাটকেও কান্নার পাঠ করেন। যে কোনও কারণে কেঁদে ফেললেই হল! এতগুলো ক্যামেরা দেখেছে। জানে কোনটা বললে, আর কী করলে চারটে ব্রেকিং নিউজ হবে। কারও পরামর্শে সেটা করেছে। পরেরবার নাটকে দেখবেন কান্নার রোল করবে।'

প্রাক্তন প্রেমিকাকে অস্ত্র দেখিয়ে হুমকি কাশীপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন প্রেমিকাকে অস্ত্র উঁচিয়ে হুমকির অভিযোগ উঠল উত্তর কলকাতার কাশীপুরে। এই হুমকির অভিযোগে অমিত চক্রবর্তী নামে বছর ২৭-এর এক যুবককে গ্রেপ্তারও করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তরুণীর সঙ্গে পাঁচ বছর প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন অমিত। ২০২০-তে সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় থেকে প্রেম। তবে ২০২৩ সালে তা ভেঙে যায়। কিন্তু সম্পর্ক শেষ হওয়ার পরও শান্তি নেই অভিযোগকারিণীর। বছর খানেক আগে তাঁদের সম্পর্ক ভেঙে গেলেও প্রায়ই অশান্তি করছিলেন ওই যুবক। শুধু তাই নয়, ব্রেকআপের পর তরুণীর অফিস চত্বরে গিয়েও ঝামেলা করে আসেন অমিত। অন্যদিকে ওই তরুণী পেশায় আইটি কর্মী। তাঁর অভিযোগ, সম্পর্ক ভাঙার পর থেকে অনবরত তাঁকে নানা ভাবে বিরক্ত করতেন অমিত।

যোগেশ চন্দ্রের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা উচিত: ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: যোগেশ চন্দ্র কলেজের ঘটনায় শাসকদলের অন্দরেই ভিন্ন মুনির ভিন্ন মত। সরস্বতী পুজো বিতর্কের মধ্যেই রবিবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু কলেজ প্রাঙ্গনে পা রাখতেই ই ওঠে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান। মন্ত্রীর সামনেই কলেজের এক ছাত্রী কেঁদে বলেন, তাঁদের বহিরাগতরা ধর্ষণের হুমকি দিচ্ছে। নাম না করেই তৃণমূল নেতা সাব্বির আলি ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে আঙুল তোলেন তিনি। বিষয়টিকে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষের 'নাটক' বলে মনে হলেও, রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম কিন্তু বলছেন অন্য কথা। তাঁর বক্তব্য, মহিলাদের দেবী রূপে পুজো করা হয় এ বাংলায়। সেখানে এই হুমকির ঘটনা মোটেই কাম্য নয়। শুধু তাই নয়, নাম না করে তিনি বার্তা দেন, প্রয়োজনে সাব্বিরকে গ্রেফতার

করা হোক।

প্রসঙ্গত, রবিবার ব্রাত্য বসু যোগেশ চন্দ্র কলেজের ক্যাম্পাসে ঢুকতেই এক ছাত্রী জানান,তাঁরা আর পারছেন না।' তাঁদের অভিযোগ, বহিরাগতরা এসে ক্যাম্পাসের ভিতরেই ধর্ষণের হুমকি দিচ্ছেন তাঁদের। শুধু তাই নয়, ওই পড়ুয়ার এও আশঙ্কা, সরস্বতী পুজো মিটেছে। কলেজ থেকে পুলিশি প্রহরাও উঠে যাবে। তাঁদের নিরাপত্তার কী হবে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ওই ছাত্রী। শুধু তাই নয়, এই অভিযোগ জানানোর সময় তিনি কেঁদেও ফেলেন বলেই জানা গেছে।

এ দিন এই বিষয়েই মুখ খোলেন ফিরহাদ হাকিম। প্রশ্ন তোলেন, 'এই ঘটনা যদি সত্যি হয় তাহলে গ্রেফতারের ব্যবস্থা করতে হবে। আজকাল আমি দেখছি এগুলো ফ্যাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই হুমকি দেওয়া ও বলার মনোবৃত্তি আসবে কেন? বাংলার সংস্কৃতিতে আমরা মহিলাদের দেবী রূপে পুজো করি। তাঁদের ব্যাপারে এই সব চিন্তা করাটাও পাপ। এই ধরনের মনোবৃত্তি থাকবে কেন?' একইসঙ্গে ফিরহাদ এও বলেন, 'পুজো নিয়ে রেষারেষি অসভ্যতা। সরস্বতী পুজো মানেই আনন্দ। সেখানে এই ধরনের ঘটনা কেন ঘটবে?'

পুলিশের তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল ভিন রাজ্যের যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুলিশের তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল ভিন রাজ্যের এক যুবকের। জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের ভাদোহি জেলার বাসিন্দা পবন শুক্লা দক্ষিনেশ্বর মা ভবতারিণী মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন। রবিবার সন্ধেয় তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দির সংলগ্ন এক নম্বর ঘাটে স্নান করতে নামেন। জোয়ারের তীব্র স্রোতে তিনি গভীর জলে তলিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই যুবককে তলিয়ে যেতে দেখে স্থানীয়রা চিৎকার করতে থাকেন। তাঁদের চিৎকার শুনে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা।

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া রাজ্যপাল বোসের

অশোক সেনগুপ্ত

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল বিরোধে কড়া প্রতিক্রিয়া জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বসু। সোমবার প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, 'যথেষ্ঠ কারণ আছে বলেই আমি রাজ্যের সংশ্লিষ্ট তালিকার অনুমোদন দিইনি'।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে রাজ্য-রাজ্যপাল ঠান্ডা লড়াই চলছে। বিভিন্ন সময়ে হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ গত বছর এই নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশ দেয়। যা ভারতে অভূতপূর্ব। কীভাবে রাজ্যের ৩৬টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ হবে, তার রূপরেখা এবং সময়সীমাও ধার্য করে দেয় ওই বেঞ্চ।

গত ১৭ অক্টোবর থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ইউ ইউ ললিতের নেতৃত্বাধীন বাছাই কমিটি পর্যায়ক্রমে আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে 'টেকনিক্যাল কারণে' হোঁচট খায় দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়া। বাকি ৩৪টির সম্ভাব্য উপাচার্যদের নামের তালিকা থেকে বাছাই করে তা ঘোষণা করার জন্য পাঠানো হয় রাজভবনে। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদিত

এই তালিকার অনেকের সম্পর্কে নানা ধরণের অভিযোগ গিয়েছে রাজ্যপালের কাছে।

ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে রাজভবনে রাজ্যপাল বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। কিন্তু তাঁরা একমত হতে পারেন নি। কেন এই হাল, তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য তথা রাজ্যপালের সমালোচনা করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। মন্ত্রী পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, 'আদালতের নির্দেশ ছিল দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে, তবু কেন উপাচার্য বাছাই করতে বার বার সময় চাওয়া হচ্ছে?'

গত ৯ ডিসেম্বর 'আচার্য সি ভি আনন্দ বোসের 'অহেতুক দেরি করা নিয়ে' সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্ন তোলেন রাজ্যের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। এর পর বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চের ৮ জানুয়ারি মামলার শুনানিতেও বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি। ফের আইনজীবী সিংভি রাজ্যের তরফে দ্রুত উপাচার্য নিয়োগের দাবি জানান। কেন বার বার বিলম্বিত হচ্ছে নিয়োগ প্রক্রিয়া, সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভূইয়াঁর বেঞ্চের কাছে সেই প্রশ্নও তোলেন সিংভি।

প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উপাচার্যের তিন জনের নামের তালিকা রাজভবনে আচার্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। সোমবার এই প্রতিবেদক রাজ্যপালকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'এই নিয়োগ হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের তদারকিতে। যে ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য উপাচার্যদের নামের তালিকা সন্ধান কমিটি বাছাই করেছে, সেগুলো থেকে ১৭টির নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে।'

বাকিগুলো সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'সামগ্রিকভাবে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় কিছু ধন্দ আছে। সুপ্রিম কোর্ট এটাও জানিয়েছে, আচার্য যদি চূড়ান্ত নাম ঘোষণা করার কাজে যথেষ্ঠ খুশি না হন, বিষয়গুলো নির্দিষ্টভাবে বেঞ্চে লিখিত জানাতে। অনেক 'গ্রে এরিয়া' আছে। সব বিবেচনা করা হচ্ছে।'

কবে এই জটিলতার অবসান হতে পারে, সেই প্রশ্ন করলে সরাসরি উত্তর না দিয়ে রাজ্যপাল বলেন, 'আই হ্যাভ গুড রিজন নট টু এন্ডোর্স ইট (রাজ্যের তালিকা)। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সব দেখছে।'

সম্পাদকীয়

মনে রাখতে হবে স্বল্প সঞ্চয়ের অর্থ দিয়েই দেশের উন্নয়নের কাজ হয়

ভোগব্যয়ের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে আছে জাতীয় গড় বা অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায়। এ প্রসঙ্গে জানাতে চাই, ব্যয় করার ক্ষমতা আসে আয় থেকে। তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে, গৃহস্থালির আয় কম বলেই খরচও কম হয়েছে। ফলে ধরে নেওয়া যায়, পারিবারিক বা মাথাপিছু আয়ের দিক থেকেও এই রাজ্য অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে আছে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা গ্রোস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিএসডিপি) ধরা হচ্ছে না। সেটা কিন্তু ততটা হতাশাব্যঞ্জক নয়, যদিও সেই হিসাবে কারচুপি আছে বলে অভিযোগ। যদি সেটা ধরেও নেওয়া হয়, তা হলেও আর একটি দিক উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেটি হল; স্বল্প সঞ্চয় এবং গার্হস্থ সঞ্চয়। এই দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে প্রথম সারিতে। সে হিসাবটা রাজ্যের নয় কেন্দ্রের, অতএব এতে রাজ্য সরকারের ভেজাল মেশানোর সুযোগ নেই বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই সঞ্চয়ের টাকা আয়ের থেকেই এসেছে, অন্য কোনও ভাবে নয়। তাই সঠিক বিচারে পশ্চিমবঙ্গের পারিবারিক বা মাথাপিছু আয় হিসাব করতে হবে ব্যয় এবং সঞ্চয়, দুটো যোগ করে। যে সঞ্চয়ের দিক থেকে এই রাজ্য আবার অন্যান্য রাজ্যের থেকে এগিয়ে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, এ রাজ্যের মানুষ আয়ের থেকে ভোগব্যয় কিছুটা সংযত করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ও করে। দুটো অঙ্ক যোগ করলে আয়ের চিত্রটা ততটা খারাপ হবে বলে মনে হয় না, যতটা দেখানো হচ্ছে। বরং ভবিষ্যৎ সচেতনতা ও জাতির অগ্রগতিতে অংশগ্রহণে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এগিয়ে। কারণ এই স্বল্প সঞ্চয়ের টাকা সরকারি জন উন্নয়নের কাজে লগ্নি হয়।

শব্দবাণ-১৮১

				১		
	২		৩		৪	
					৫	
	৬			৭		
৮			৯			
	১০	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. বাহ্য বিষয় থেকে মনকে নিবৃত্ত করা ৫. আকাশ ৬. তাসের খেলাবিশেষ ৭. সৌন্দর্য, কান্তি ৮. পাকা ও শক্ত ১০. যমরাজ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. শূন্য ২. মনের সন্তোষ, হৃদয়ানন্দ ৩. দোষ দেওয়া ৪. খাজাঞ্চিখানা ৯. মুহূর্তমাত্র, হঠাৎ ১১. নাশপ্রাপ্ত।

সমাধান: শব্দবাণ-১৮০

পাশাপাশি: ১. আবৃত ৩. জাগর ৫. করুণ ৬. ইজ্জত ৭. অভিধা ৯. খালাস ১১. বদলি ১২. নস্যাৎ।

উপর-নীচ: ১. আঙ্কিক ২. তরুণ ৩. জামাই ৪. রসিত ৭. অভাব ৮. ধামালি ৯. খাদান ১০. সকৃৎ।

জন্মদিন

আজকের দিন

ভীমসেন যোশী

১৯২২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ভীমসেন যোশীর জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী বিরজু মহারাজের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী উর্মিলা মাতন্ডকরের জন্মদিন।*

নির্মলা সীতারমণের বাজেট মধ্যবিত্ত আয়করদাতাদের জন্য স্বস্তির বাজেট

তাপস চট্টোপাধ্যায়

‘মধ্যবিত্ত আয়কর দাতা’ , নহে উচ্চ-নহে নিম্ন/ সংখ্যায় অতি নগণ্য। না বড়লোক, না গরীব, মদ্দিখানে স্যান্ডুইচের মতো চিরেচ্যাপ্টা হয়ে দিবাস্বপ্নে ব্যস্ত থাকতেই অভ্যস্ত। যাদের কোনো ভোটব্যাঙ্ক নেই, অনুদানের বান নেই, কোথাও কোনো সংরক্ষণের লক্ষণ নেই, জনসংখ্যার মাত্র পাঁচ শতাংশ সেই কলুর বলদরা আজ কেন্দ্রীয় বাজেটের পর বেশ কিছুটা স্বস্তিতে থাকবেন, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

‘মধ্যবিত্ত আয়কর দাতা’, দেশের অর্থনীতির সিংহভাগ (মোট বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৩৯ শতাংশ) অবদান যাদের কষ্টার্জিত উপার্জন থেকে আদায় করা হতো, স্বাধীনতার বার্ধক্যে পা রেখে হতভাগ্য সেই প্রত্যক্ষ করদাতারা যে আজ কিছুটা সুখের মুখ দেখবে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

‘মধ্যবিত্ত আয়কর দাতা’, ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে যারা একমাত্র বলির পাঁঠা। আয় না করলে সরকারের কোনো দায় নেই, সোজা মাঠের বাইরে। আয় করলেই শ্যেন দৃষ্টি, টিডিএস, টিসিএস, স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন, স্ল্যাব, ফর্ম থার্টি, ফর্ম সিক্সটিন, নানান ফর্মে একটাই ফরমায়েসি ‘টাকা দাও, টাকা দাও’। সারা বছর উদয়াস্ত পরিশ্রম করো, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করো, অথচ বছর শেষের আগেই দুয়ারে সরকার কর প্রশস্ত করে করের অপেক্ষায়। পালাবার পথ নেই, খেয়ে কর-না খেয়ে সঞ্চয় করলে, তাতেও কর। এ বছর কেন্দ্রীয় বাজেটে ‘কর’ এর এই অমানবিক করায়ত্ত থেকে বেশ কিছুটা মুক্ত হয়ে মধ্যবিত্ত করদাতারা এবার যে কিছুটা স্বস্তিতে থাকবেন, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

‘মধ্যবিত্ত আয়কর দাতা’, আয় বাড়লেই যাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। কর বাঁচাতে নানান ফন্দিফিকির, পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, চাটার্ড একাউনটেন্ট এর দরজায় দরজায় কড়া নাড়া। নিজের উপার্জিত অর্থ কোথায় সঞ্চয় করবে, এল আই সি না এন এস সি, পিপিএফে না ই পি এফে, লংটার্ম না শট টার্ম, সেখানেও সমান সরকারি খবরদারি। এ বছর মধ্যবিত্ত আয়কর দাতারা সঞ্চয়ের এই সন্ত্রাস থেকে মুক্ত হয়ে কিছুটা স্বস্তি বোধ করবেন সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নিন্দুকদের অবশ্য জ্বলনের অন্ত নেই। করছাড় না দিলে এতদিন যারা এই মধ্যবিত্ত করদাতাদের পাশে দাঁড়িয়ে সরকারের বাপান্ত করতো এখন তারাই বলছে এত করছাড় দিলে সরকারি ভাঁড়ারের কি হবে? নির্বাচন শিয়রে এলে অনুদান ভাণ্ডারের ভান্ডারা কি করে চলবে?

তাদের বলব, এই ভেবে অযথা কষ্ট পাবেন না। এই বাজেটে সবচেয়ে উপকৃত হতে চলেছে রাজ্য। ভোগবাদী অর্থনীতির (consumer economy) এটাই মোক্ষম চাল।

মধ্যবিত্ত আয়কর দাতাদের সঞ্চয় বিমুখ করে ভোগবাদে উৎসাহিত করা। মাইনে বাড়লেই বিনি পয়সায় পকেটে পকেটে ঢুকিয়ে দাও খান চারেক ক্রেডিট কার্ড আর কোড়াও রাশি রাশি জি এস টি।

অনলাইন শপিং থেকে পর্যটন, টু বি এইচ কে থেকে থ্রি বি এইচ কে, হ্যাজট্যাক থেকে এস ইউ ভি, গার্লফ্রেন্ডের সোনার নেকলেস থেকে ট্যাক্কি ফুল করে সোজা মন্দারমণি, যাবতীয় ফুস্টিনুস্টিতেই জি এস টির শ্যেন দৃষ্টি। কেন্দ্র খুশ — রাজ্য খুশ। অনেকটা খেয়েও আনন্দ-খাইয়েও আনন্দ। যাবে কোথা বাছাধন, যে নদীতেই ডুবে মরো, আসবে তো সেই সাগরেই।

এত কিছুর পরেও, মধ্যবিত্ত আয়কর দাতাদের একটাই লাভের লাভ যে, স্বাধীনতার হিরকজয়ন্তীতে তারা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ কোন নজরদারি ছাড়াই স্বাধীন ভাবে ব্যায় করতে পারবে।

আরজি কর আন্দোলনকে ছোট করে দেখা বা দেখিয়ে তার ঐতিহাসিক বিপ্লবকে কিন্তু অস্বীকার করা যায় না

স্বপনকুমার মণ্ডল

সম্প্রতি আরজি কর আন্দোলনকে ছোট করে দেখা বা দেখানোর প্রয়াস উগ্র মূর্তি লাভ করেছে। শাসক থেকে শাসকবিরোধী রাজনৈতিক দলের অনেকের কণ্ঠেই তার পরিচয় প্রকট মনে হয় । মেডিকেল কলেজে কর্মরত অবস্থায় একজন পোস্টগ্রাজুয়েট ছাত্রীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে যেভাবে তার বিচারের দাবিতে তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলন সুদীর্ঘ কাল ধরে গণ আন্দোলনে রূপ লাভ করেছে এবং এখনও তার রেশ বর্তমান, তা শুধু একেবারেই অভূতপূর্বই নয়, অভিনব ঐতিহাসিক গণ আন্দোলন। সেখানে অভয়ার বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা থেকে বিচার না পাওয়া, একজনকেই বলির পাঁঠা করে আসল দোষীদের আড়াল করা, কেন্দ্র ও রাজ্যের যোগ সাজসে বিচারকে ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা বা অস্বীকার করার নামান্তর প্রভৃতি জনমানসে তীব্র প্রভাব বিস্তার করেছে । সেখানে আরজি কর আন্দোলনের ফলাফল নিয়ে এমনিতেই জনমানসে তীব্র হতাশা বিচার না পাওয়ার আতঙ্ককে জাগিয়ে চলেছে । তার উপরে বিচারে কিছু না হওয়াটাই এখন সাংগঠনিক ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা না পাওয়ায় ফলের শূন্যতায় কর্মের ব্যর্থতা প্রকট হওয়ার মতো আন্দোলনের অসফলতাই যত বড় হয়ে উঠেছে, ততই তার প্রতি হেয় দৃষ্টি ধেয়ে আসছে । সেখানে আন্দোলনটিই এখন সরকার বিরোধী বিরোধীদের গভীর ষড়যন্ত্র বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস তীব্র করে তোলা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কোটি কোটি টাকার মাধ্যমে জিইয়ে রাখার কথাও বলা হচ্ছে । আসলে কোনও কিছুকে ছোট করে দেখা বা দেখানোর প্রয়াসের মধ্যেই তার বিরাটত্বের পরিচয় জেগে ওঠে । শুধু তাই নয়, প্রতিশোধের আগুনেই তার আঘাতের গভীরতা বোঝা যায় । কতদিন পর আন্দোলনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ‘মারি অরি পারি যে কৌশলে’র তীব্র আঘাত নেমে এসেছে । শুধু তাই নয়, নানাভাবে আন্দোলনকারীদের প্রতি যেভাবে প্রত্যাঘাত, প্রতিআক্রমণ নেমে এসেছে,তাতেই সেই আন্দোলনের ঐতিহাসিক সাফল্যকে চিনিয়ে দেয়। আঘাতের পরিচয় যে প্রত্যাঘাতেই মেলে। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র অভয়ার বিচার না পাওয়াকে হাতিয়ার করে আরজি করের আন্দোলনকে হেয় করে ছোট করা যায় না, বা, তার সাময়িক ব্যর্থতাকে প্রকট করে তার বৈপ্লবিক সাফল্যকে অস্বীকার করা অসমীচীন । এই আন্দোলন শুধু অভয়ার বিচারের দাবিতেই শুধু মাত্র গণ আন্দোলনের রূপ নেয়নি, যাতে এরকম প্রাণঘাতী নির্মম নৃশংস ঘটনা আর না ঘটে,তার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও ছিল। সবচেয়ে জরুরি ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভয়ে ঘুমিয়ে থাকা প্রতিবাদী চেতনাকে জাগিয়ে তোলা। সেখানে আরজি করের আন্দোলন ঐতিহাসিক ভাবেই বৈপ্লবিক ও তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী । প্রথম থেকেই তার পরিচয়ের আলো জনমানসে তীব্র প্রভাব বিস্তার করে ।

আসলে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র জনরোষ ও তার প্রতিবাদী আন্দোলনের বৈপ্লবিক ধারাবাহিকতায় মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল শব্দগুলির গুরুত্ব জনমানসে লঘু হয়ে গেছে । আরজি কর বললেই লোকে তা বুঝে ফেলে। এভাবে বুঝে ফেলাটাও প্রতিষ্ঠানটির কৃতিত্ব বা কলঙ্ক নয়,এটা সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা কণ্ঠস্বরে জনগণের ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রতিবাদী ঐকতান। এরকম ঐকতান ইতিপূর্বে আর একবারই শোনা গিয়েছিল ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগ প্রতিরোধে স্বদেশি আন্দোলনে । বিদেশি ব্রিটিশ সরকার যখন শাসনের সুবিধার্থে বাঙালির ঐক্যকে ভাঙার উদ্দেশ্যে বঙ্গবিভাগের ঘোষণা করেছিল, তখন বাঙালির অস্তিত্ব-সংকটে চূড়ান্ত আঘাত এসে লেগেছিল । তা ছিল বাঙালির মনভাঙার সামিল । এজন্য বঙ্গবিভাজন হয়ে ওঠে বঙ্গভঙ্গ। কয়েক বছরের আন্দোলনই একটি যুগের গরিমা লাভ করে, নাম হয় স্বদেশি যুগ। বাঙালি সেদিন বিদেশি সরকারের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সেই স্বদেশি আন্দোলনে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। ইতিপূর্বে ১৮৭৪-এ বাংলার তিনটি জেলা আসামের সঙ্গে জুড়ে দিলেও বাঙালি সেদিন প্রতিবাদ না করে নীরব ছিল । ১৯০৫-এর দ্বিখণ্ডিত বাংলাকে মেনে নেওয়া বাঙালির পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। বাঙালির অস্মিতাবোধেই তার আঘাত লেগেছিল। সেই আন্দোলনের জেরে ১৯১১-তে বঙ্গবিভাগ রোধ হয়েছিল। এবারে রাজ্যের স্বদেশি সরকারের বিরুদ্ধেই বাঙালির পথে নেমে যেভাবে অবিরত তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলনে সামিল হয়েছে,তার সঙ্গে স্বদেশি আন্দোলনে একটি জায়গায় অদ্ভুত মিল আছে,তা হল শাসকের প্রতি সন্দেহ ও তার অনমনীয় মনোভাব । আরজি করের পোস্টগ্র্যাজুয়েটের ডাক্তারি ছাত্রীর নৃশংস মৃত্যুর চেয়ে সেই মৃত্যুকে ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ যত প্রকট হয়ে উঠেছে,ততই সরকারের বিরুদ্ধে জনরোষের মেঘ ঘনীভূত হয়েছে,অচিরেই তা চারদিক জুড়ে বৃষ্টির জলের মতো প্রতিবাদী জনস্রোত ধেয়ে আসছে অবিরত,অবিরাম । প্রশাসনের নির্মম উদাসীনতা থেকে যা খুশি তা করার স্বেচ্ছাচারী টালবাহানা ও ঔদ্ধত্যের মনোভাব থেকে সেই সন্দেহ যত বেশি সুদৃঢ় হয়েছে, জনতার প্রতিবাদ ততই লক্ষ্যভেদী তীব্র গতি লাভ করে চলেছে । সেক্ষেত্রে স্বদেশি আন্দোলনের চেয়ে ২০২৪-এর ৯ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া আরজি করের ধারাবাহিক প্রতিবাদী আন্দোলন আরও কঠিন,আরও বৈপ্লবিক, অনন্য ইতিহাস সৃষ্টিকারী !

আসলে বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা বা আন্দোলনে সক্রিয় হওয়ার মধ্যে জাতিপ্রীতি বা দেশপ্রেমের গৌরব থাকে, আরজি করের ক্ষেত্রে তা নেই, উল্টে স্বদেশি শাসকের বিরুদ্ধেই আন্দোলন গড়ে তোলাই দুরূহ । যেখানে ব্যক্তিস্বার্থের পরাকাষ্ঠায় নিজে বাঁচলেই বাপের নাম মনে হয়, সেখানে শাসক দলের শিকার হয়ে আন্দোলনে সামিল হওয়ার বাসনার অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটে। অন্যদিকে প্রতিবাদ করলে চিহ্নিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা । তাতে গণতন্ত্রের দলতন্ত্রের মৌরসী পাট্টায় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঠিকা নিয়ে থাকা বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে নাম জড়িয়ে পড়ার হাতছানি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । সরকারেরও সেক্ষেত্রে মস্ত বড় সুবিধা । বিরোধী দলগুলোর চক্রান্ত বলে দাগিয়ে দিয়ে দল ও প্রশাসনের তৎপরতায় সেই আন্দোলনকে দমনপীড়নের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দেওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা । শুধু তাই নয়, যাতে বিরোধী দলের আন্দোলনকে অভিসন্ধিমূলক বলে জনবিচ্ছিন্ন করে ভোটের ময়দানে দেখার বার্তা দিয়ে তার অস্তিত্ব সমূলে বিনাশ করা যায়,তার প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট সরকারের সুচতুর দৃষ্টি আপনাতেই মুখিয়ে থাকে । সেক্ষেত্রেও আরজি করের আন্দোলনকে বিরোধী দলগুলোর চক্রান্ত বলে দমনপীড়নের প্রয়াসেও তা কার্যকরী হয়নি। দিনের পর দিন আন্দোলনের গতি বেড়েছে,রাত দখলের অভিনব আন্দোলনও তাতে সংযুক্ত হয়েছে, জনসমর্থনই শুধু নয়, সমাজের প্রায় সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য উৎসবের মতো মেতে উঠেছে । যেন আন্দোলন থেকে পিছনের কোনও পথ নেই,এগিয়ে তার শেষ দেখাই তার ব্রত। এরকম মরীয়া ধারাবাহিক প্রতিবাদী আন্দোলন দেখে শাসকের সময়ের প্রতীক্ষাও হার মেনেছে। ভেবেছিল শরতের মেঘের মতো তার গর্জনসর্বস্ব অস্তিত্ব অচিরেই মিলিয়ে যাবে বা দমনপীড়নের মাধ্যমে শরতের মেঘের মতো উধাও করে দেবে। অথচ কোনওটাই হল না,উল্টে আন্দোলনের ধারাবাহিক উচ্চ কণ্ঠস্বর প্রশাসন ও শাসক দলের রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে । গণতন্ত্রে যে জনগণ বিপুল ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসায়,সেই জনগণই শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, সিংহাসন থেকে টেনে নামাতে পারে,তার নজির আমরা মনে রাখি না, তা বিশ্বাস করতেও মনে অনীহা জাগে। সম্প্রতি পাশের বাংলাদেশের উদাহরণও আমাদের বিশ্বাস করাতে পারে না। গণতন্ত্রের সৌরভ তো সেখানেই। গণতন্ত্র যে বুলেটে কথা বলে না, ব্যালোটেই তার উত্তর দেয় । অথচ সেই ব্যালোটেই ক্ষমতাসীন হয়ে জনগণকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে শাসকের ভূমিকায় স্বৈরাচারী ও চরম ঔদ্ধত্য রাজকীয় আধিপত্য জেগে থাকে ।

আসলে রাজতন্ত্র অচল হয়ে পড়লেও তার রাজকীয় অস্তিত্ব গণতন্ত্রের মধ্যেও সক্রিয় হয়ে ওঠে । সেখানে গণতন্ত্রের আমজনতার মধ্যে ক্ষমতাসীন শাসক নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বা সবার উপরে ভাবার বাতিক আপনাতেই ভর করে । অথচ গণতন্ত্রে শাসকের কোনও অস্তিত্ব নেই,সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার জন্য জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিই সেখানে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করে । গণতন্ত্রে শুধু সকলের সমান অধিকারই থাকে না,সকলেই নিজেকে রাজা ভাবতে পারে। রবি ঠাকুরের ১৯১০-এ লেখা ‘রাজা’ নাটকের জন্য লেখা একটি জনপ্রিয় গানেই তার পরিচয় উঠে আসে, ‘আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে---’। সেখানে কেউ কারও প্রজাও নয়, রাজাও নয়, আবার সবাই রাজা । অথচ ক্ষমতাসীন জনপ্রতিনিধির শ্রেষ্ঠত্ববোধ তাকে চরম অহঙ্কারী করে তোলে। রাজতন্ত্রের I am the State-এর চরম আধিপত্য থেকে The king can do no wrong বা রাজা ভুল করতে না পারার চরম ঔদ্ধত্যের চেতাবনি জনপ্রতিনিধির শাসকের ভূমিকায় সদা সক্রিয় হয়ে থাকে। সেখানে আইনের শাসনের চেয়ে শাসকের আইন অতি সক্রিয়। তার স্বেচ্ছাচারিতাই কৃতিত্বের গরিমা পায়। ভুল করে তার দায় নেওয়ার সদিচ্ছাও শাসকের মনে ঠাঁই পায় না । জনগণের সুরক্ষার চেয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার নিশ্চয়তায় কাছের লোকের নিরাপত্তা জরুরি হয়ে ওঠে । স্বাভাবিক ভাবেই জনগণ যখন তা বুঝে ফেলে সোচ্চার হয়ে ওঠে, তখন ভুলের জন্য ক্ষমা চাওয়ার সৎসাহসও হারিয়ে যায় । পিছনে নির্ভীক ও নির্ভুল শাসকের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায়, সে ভয়ে তার প্রতীক্ষার পথ সুদীর্ঘ হতে থাকে। অন্যদিকে জাগ্রত জনতার কণ্ঠে We want Justice-এর মধ্যে নির্মম নৃশংস হত্যাকারীর বিচার শুধু নয়,সেই হত্যায় জড়িতদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীদের ন্যায়বিচারের দাবিও ক্রমশ লক্ষ্যভেদী হয়ে শাসকের আধিপত্য ও ঔদ্ধত্যের কৃত্রিম ভাবমূর্তিকে তছনছ করে ভেঙে ফেলে দিতে মরীয়া হয়ে ওঠে এবং লক্ষ্যভেদী অর্জুন হয়ে ওঠে । এইরকম অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক প্রতিবাদ যেন বাঙালির অনন্য প্রতিবাদী সত্তাকে নতুন করে চিনিয়ে দেয়। সেখানে সরকার নয়, জনগণই শেষ করা বলবের চেতনা তথা বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরজি করের প্রতিবাদী আন্দোলন নতুন পথের দিশারি। সেখানে আন্দোলনকারীরা একাধিক বিষয়ে দাবি মেনে নিতে সরকারকে একরকম বাধ্য করেছেন যা ছিল একান্ত ভাবেই অভাবিত,অকল্পনীয় । সেই অপরাজেয় পথচলা আজও সমান সক্রিয় । এখনও সেই পথ সচল বলেই সরকার বা সরকারবিরোধীদের মধ্যে তার আতঙ্ক কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি । এজন্য হীনমন্যতা বোধে ছোট্ট বলে বা করে উড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াসের মধ্যেই তার অবিস্মরণীয় অস্তিত্ব উড়ে এসে জুড়ে বসে ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

বীরভূম জেলা স্কুলের সরস্বতী পুজো।

সিউড়ি পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ের সরস্বতী প্রতিমা।

বোলপুর হাই স্কুলের সরস্বতী প্রতিমা।

সিউড়ি অলংকার সংগীত মহাবিদ্যালয়ের সরস্বতী প্রতিমা।

নিজের হাতে সরস্বতী প্রতিমা বানিয়ে দেবী বন্দনায় সংগীত শিল্পী নিখিল বিহারী ঘোষ।

উত্তরপাড়ার মাখলার ২৩ নং ওয়ার্ড অধিবাসীবৃন্দ-এর উদ্যোগে সরস্বতী পুজো। ছবি বনস্পতি দে

উত্তরপাড়া মাখলা হাইস্কুলের সরস্বতী প্রতিমাটি নির্মাণ করেছে স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র দীপায়ন রায়।

এআই-এর ভালো-খারাপ দিক তুলে ধরা হল পুজোর থিমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: সিউড়ি পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রগতি মোস্তাফি মেমোরিয়াল হাইস্কুলের ছাত্ররা সরস্বতী পুজোয় এআই টেকনোলজির সুবিধা অসুবিধা কথা তুলে ধরে এবারের সরস্বতী পুজোয় তাক লাগিয়েছে। আধুনিক ভাবনা কাজে লাগিয়ে কেরালার স্কুলের ছাত্রদের অনুকরণে বানিয়ে ফেলেছে রোবট আইরিস। নবম শ্রেণির ছাত্র উজান মুখোপাধ্যায়, অর্ণব পাল, অভিলাষ দে, সায়ন মুর্মু, শুভদীপ দাস, আজমত আলি। রোবট আইরিস কখনো হাত মেলাচ্ছে কখনো মাথা ঘুরিয়ে দর্শকদের দিকে তাকাচ্ছে আর প্রশ্ন করলেই দিচ্ছে উত্তর এমনই ভাবনায় খুশি বহিরাগত ছাত্রছাত্রী অভিভাবক অভিভাবিকারাও, আর নিজের স্কুলে ভিড় সামলাতে হিমশিম স্কুলের ছাত্ররা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুমন্তর রাহা বলেন, নবম শ্রেণির এবং একাদশ শ্রেণির ছাত্ররা এআই টেকনোলজির ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এমন জিনিস বানিয়েছে। ভালো লাগছে, এআই টেকনোলজির সুফল কুফল তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপে। দর্শকদের সচেতন করার এমন একটি অভিনব মাধ্যম স্কুলের ছাত্রদের মাথায় আসায় খুশি অন্যান্য শিক্ষকেরাও।

আদিবাসী কিশোরীর রহস্যমৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আদিবাসী কিশোরীর রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো বাঁকুড়ার ছাতনা থানার ঝাঁটিপাহাড়ি লাগোয়া একটি গ্রামে। বাড়ির গরু চরাতে গিয়ে আর ওই কিশোরী বাড়ি ফিরে না আসায় খোঁজ শুরু করেন পরিবারের লোকজন। সন্ধ্যায় গ্রামের অদূরে একটি জমিতে কিশোরীর মৃতদেহ দেখতে পান পরিবারের লোকজন। পরিবারের দাবি, ওই কিশোরীকে খুন করা হয়েছে। কিশোরীর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে আজ বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে কিশোরীর দেহের ময়নাতদন্ত করায় পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার ছাতনা থানার ঝাঁটিপাহাড়ি লাগোয়া একটি গ্রামে বছর ষোলোর বাসিন্দা এক কিশোরী অন্যান্য দিনের মতোই দুপুরে গ্রাম লাগোয়া একটি মাঠে গরু চরাতে যায়। সন্ধ্যা হয়ে এলেও ওই কিশোরী বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন খোঁজ শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর গ্রাম থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটি মাঠে ওই কিশোরীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন পরিবারের লোকজন। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে রাতেই ওই জমি থেকে কিশোরীর দেহ উদ্ধার করে ঝাঁটিপাহাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায় পুলিশ। মৃতদেহ দেখে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান শ্বাসরোধ করে ওই কিশোরীকে খুন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় স্থানীয় সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনায় খুনের মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সরস্বতী ঠাকুর দেখে ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সরস্বতী ঠাকুর দেখে ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪ জনের। এমনই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার করিমপুর থানার কানাইখালীতে। পুলিশ সূত্রে খবর, একই মোটর বাইকে করে মোট চারজন বাড়িতে ফিরছিল। সেই সময় কানায় খালি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দোকানে ধাক্কা মারে। চারজন আহত হলে প্রথমে তাদের স্থানীয় নাজিরপুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে কর্তব্যরত চিকিৎসক। অন্য দু'জনের অবস্থার অবনতি হলে দু'জনকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালের স্থানান্তরিত করা হয়। শক্তিনগর হাসপাতালে অন্য দু'জনও মারা যায়। মৃত চারজনের নাম সুমন মণ্ডল, তন্ময় বিশ্বাস, দীপ মণ্ডল এবং মনীষ বিশ্বাস। সরস্বতী পুজোর দিনে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। চারজনের মৃতদেহ শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হবে। ইতিমধ্যেই এই দুর্ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে করিমপুর থানার পুলিশ।

সরস্বতী পুজোর পরদিন হাঁড়ি চড়ে না পুরুলিয়ায়

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: বাসি ভাতের পরব অর্থাৎ সিজানোর দিন সরস্বতী পুজোর ঠিক পরের দিন পুরুলিয়া জেলার প্রায় নব্বই ভাগ বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না। এদিন বাসি ভাত খান সকলে।

বাসি ভাতের সঙ্গে থাকে আগের দিনের রান্না করা মাছ এবং সবজি। এদিন অর্থাৎ আজ মঙ্গলবার 'সিজানো' উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন স্থানে 'সিজানো মেলা' বসে। তবে জেলার সবথেকে বড় মেলা হয় রঘুনাথপুরের জয়চন্ডী পাহাড়ের সিজানো পাহাড়ে।

রঘুনাথপুর শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের নন্দুয়াড়াতে পাহাড়ের পাদদেশে হাজার

হাজার মানুষের সমাগম হয় এই মেলায়। এই মেলার সব থেকে আশ্চর্যজনক ঘটনা পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত কালীমন্দিরে হাজার হাজার মানুষ নারকেল ফাটিয়ে পুজো দেন। আর নারকেলের সেই জল শিব ঠাকুরের মাথায় উৎসর্গ করার ফলে নারকেলের জলের ধারা পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নেমে চলে আসে। আর তা দেখার জন্য এদিন জেলার ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে পাশ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকেও প্রচুর দর্শনার্থী আসেন এই মেলায়।

উৎসব থাকলে উপলক্ষ্য থাকবেই। আর সেই উপলক্ষ্য গড়ে ওঠে একটি মিথ বা কাহিনিকে ঘিরেই। সরস্বতী পুজোর পরের দিন পুরুলিয়াবাসীর সিজানো বা

বাসিভাত পরবের নেপথ্যেও রয়েছে এমনই এক আকর্ষণ লোককথা। আর সেই লোককাহিনির সূত্র ধরেই বছর বছর ধরে এই পরব পালিত হচ্ছে পুরুলিয়া জেলাজুড়ে। লোক কথায় শোনা যায়, কোনও এক সময় এক রাজার ছেলেরা জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে ষষ্ঠী দেবতার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। দিনটা ছিল সরস্বতী পুজোর আগের দিন। কোনও এক কারণে রাজপুত্রদের সঙ্গে ষষ্ঠী দেবীর ভীষণ রাগ হয়। রাগে ষষ্ঠীঠাকুর রাজপুত্রদের প্রাণ হরণ করে নেন। সারা দিনরাত ছেলেরা বাড়ি না ফেরায়, রাজা রানি জঙ্গলে চলে যান সন্তানদের খোঁজে। সেদিন ছিল সরস্বতী পুজো। রাজা-রানিকে পরীক্ষা করতে ষষ্ঠীদেবী জরাগ্রস্ত বৃদ্ধার রূপ ধারণ করে একটি গাছের তলায় বসে থাকেন। সেই সময় তার কাছে গিয়ে সন্তানদের খোঁজ

করেন রাজা-রানি। বৃদ্ধা তাঁদের বলেন, তাঁর সারা পায়ে পুঁজ জমেছে, রানি তা চেটে পরিষ্কার করে দিলে, রাজপুত্রদের সন্ধান বলে দেবে সে। সন্তানদের ফিরে পাওয়ার আশায় রানি বৃদ্ধার দেহের সমস্ত পুঁজ চেটে পরিষ্কার করেছিলেন। আর তা দেখে খুশি হয়ে ষষ্ঠীদেবী নিজের রূপ ধারণ করে রাজপুত্রদের ফিরিয়ে দেন। সরস্বতী পুজোর পরদিন রাজা-রানি সন্তানদের নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলে, প্রজারা উৎসবে মাতেন। সেদিন কারো বাড়িতে রান্না হয়নি। সবাই বাসি খাবার খান। ষষ্ঠীদেবীও মানুষকে বলেন, সরস্বতী পুজোর পর দিন যারা বাসি খাবার খাবে, তাদের পরিবারে শোক থাকবে না। বাসি ভাতের পরব সেই থেকেই শুরু হল। আর সেই লৌকিক কথা মেনেই পুরুলিয়ার মানুষ সরস্বতী পুজোর দিন ঘরে ঘরে ষষ্ঠীঠাকুর পেতে ভাত-মাছ -সবজি রান্না করেন। পুজোর পরদিন গ্রামে গ্রামে মহিলারা কোনও এক জায়গায় জড়ো হয়। সেখানে এক বয়স্ক মহিলা রাজপুত্রদের উপ-কাহিনিটি সকলকে শোনান। ষষ্ঠী কাহিনি শুনতে যাওয়ার সময় মহিলারা পেঁতলের ঘটিতে জল, হলুদ নিয়ে যান। সঙ্গে থাকে বাঁশপাতা। কাহিনি শোনার পর বাড়ি ফিরে ঘটির জল, বাঁশপাতা দিয়ে ঘরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, তাতে বাড়িতে চির শান্তি বিরাজ করে।

'পান্তা ভাত' ঘিরে উৎসবের মেজাজ বাঁকুড়ার ঘরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাত পোহালেই শীতল ষষ্ঠী। 'রান্না পুজো' বা 'পান্তা ভাত'কে ঘিরে উৎসবের মেজাজ বাঁকুড়ার ঘরে ঘরে। তার আগে বাজারে বেরিয়ে মাথায় হাত বাঁকুড়াবাসীর। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে জিনিসপত্রের দামও। অন্যান্য দিনের তুলনায় এদিন মাছের দাম বেশ চড়া, বলছেন ক্রেতা-বিক্রেতা প্রত্যেকেই। সোমবার সকালে বাঁকুড়া শহরের চক বাজারে দেশি রুই ২৫০ টাকা, কাতলা ৩০০ টাকা, একটু বড় হলে ৩৫০, ইলিশ ১২০০ থেকে ১৮০০ টাকা, পমফ্রেট ৭০০ কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ফলে সাতসকালে বাজারে বেরনো বাঁকুড়াবাসীর মাছের বাজারে ঢুকেই ভিমরি খাওয়ার অবস্থা। ফলে বাজেটে কাট-ছাঁট করতে হচ্ছে অনেকেই। এদিন বাজার করতে আসা শহরবাসী অরিন্দম ঘোষাল, শ্রাবণী দেরা বলেন, অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ মাছের দাম বেশ চড়া। মূলত জেলায় 'পান্তা ভাতে'র কারণেই আগের দিন মাছের দাম ঊর্ধ্বমুখী। তবে দাম বেশি হলেও সাধ্যমতো সকলেই কেনাকাটা করছেন বলে তারা জানান।

মাছ ব্যবসায়ী বাসুদেব ধীবর বলেন, চাহিদার তুলনায় মাছের যোগান কম। তবে অন্যান্য দিনের তুলনায় এদিন চাহিদার সঙ্গে দামও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বলে তিনিও স্বীকার করেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০

যুনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India

আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬
টেলিফোন: ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণকে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা, সহ- ঋণগ্রহীতা, জামিনদার এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর নামের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর নামের সাপেক্ষে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং.	ক) ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতার নাম খ) শাখার নাম	সুরক্ষিত সম্পদের বর্ণনা	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) বকেয়া পরিমাণ টাকায় ৩) দখলের তারিখ
১.	ক) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ): সুব্রত মুখার্জি এবং অদিতি মুখার্জি খ) বর্ধমান পারবীরহাটা শাখা	বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির বাঘাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে জে. এল. নং ১৪, দাগ নং ৭১৭ এবং খতিয়ান নং ৩৭৩, মৌজা-সুসুনা-তে শ্রী সুব্রত মুখার্জির গ্রাউন্ড ফ্লোরে বিদ্যমান ব্যবসার জন্য দোতলা আবাসিক তথা গুদাম বিল্ডিং এবং প্রথম ফ্লোরে আবাসিক এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। উপহার দলিল নং ৩২৪৮/২০১০ অনুসারে জমির পরিমাপ ১০ শতক। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- মুরাম রোড, দক্ষিণ- বর্ধমান থেকে মালডাঙ্গা রোড, পূর্ব- শ্রী ক্ষুদিরাম কর্মকারের খোলা জমি, পশ্চিম- মালিকের অ্যাবস. শেড অন্যান্য প্লট দ্বারা।	ক) ২৮.১০.২০২৪ খ) ১০,০৮,৮১০.৪৫ টাকা (দশ লক্ষ আট হাজার আটশো দশ টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা মাত্র) ২৭.১০.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ এবং চার্জ গ) ০১.০২.২০২৫
২.	ক) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ): আর. আর. হার্ডওয়্যার অ্যান্ড পেইন্টস, শেখ আজিম এবং নুরু শেখ খ) বর্ধমান পুলিশ লাইন শাখা	জে. এল. নং ৬৮, খতিয়ান নং ৫৩৩, এল. আর. খতিয়ান নং ৩১৫৩, আর. এস. এবং এল. আর. দাগ নং ২১৩৪, মৌজা - রায়ান, দুবরাজদিঘি, ডাঙ্গাপাড়া, সাধনপুর, পূর্ব-বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০১ এ অবস্থিত সেখ আজিমের জমি এবং বিদ্যমান একতলা আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ ৪.৭২ শতক। ২০১৯ সালের মূল উপহার দলিল নং ৬১৪৩। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- ৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, দক্ষিণ- দাতার নিজস্ব স্থান, পূর্ব- দাতার নিজস্ব স্থান, পশ্চিমে- শেখ মোডামের সম্পত্তি দ্বারা।	ক) ২৮.১০.২০২৪ খ) ৪৪,১৬,৫৩৬.১৬ টাকা (চুয়াল্লিশ লক্ষ ষোল হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা ষোল পয়সা মাত্র) ০৭.১১.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ এবং চার্জ গ) ৩১.০১.২০২৫

তারিখ: ০৪.০২.২০২৫
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেখপাড়া আমিনাবাদ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম- আমিনাবাদ, পোঃ-আমিনাবাদ, থানা-ডোমকল, জেলা-মুর্শিদাবাদ
রেজি. নং -১৫, তাং -১৬/০১/১৯৬২

স্মারক সংখ্যা 03/A.R.O/2024-2025 তাং- 27/01/2025

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **সেখপাড়া আমিনাবাদ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের** সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে **আগামি ২৩/০২/২০২৫, রবিবার, সকাল ১০টায়** সমিতির পরিচালক নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে । উক্ত সভায় কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা নিম্নলিখিত নির্ঘন্ট অনুযায়ী পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাদের উক্ত সাধারণ সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুরোধ করা হচ্ছে ।

স্বাক্ষর
DRCS কর্তৃক দায়ীত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক

পরিচালক মন্ডলীর সদস্যের আসন সংখ্যা - ৯ (নয়), সাধারণ অসংরক্ষিত ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হবেন ৬ (ছয়) জন, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচিত ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হবেন ২ (দুই) জন এবং তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচিত ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হবেন ১ (এক) জন ।

নির্বাচনী নির্ঘণ্ট

ক্র.নং	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক
১	মনোনয়ন পত্র বিলি	০৪.০২.২০২৫ থেকে ০৬.০২.২০২৫	দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টে পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
২	মনোনয়ন পত্র পেশ	০৬.০২.২০২৫ থেকে ০৯.০২.২০২৫	দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টে পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
৩	মনোনয়ন পত্র পরিক্ষা ও অব্যাবহিত পরে বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	১০.০২.২০২৫	দুপুর ১২ টা থেকে	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
৪	প্রার্থীর লিখিত আবেদনক্রমে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার ও অব্যাবহিত পরে চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১১.০২.২০২৫	বৈকাল ৩ টে পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
৫	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বণ্টন	১১.০২.২০২৫	বৈকাল ৩ টে পর	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
৬	ভোট গ্রহন (প্রয়োজন বোধে)	২৩.০২.২০২৫	সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
৭	ভোট গ্রহন শেষে ভোট গণণা ও ফল প্রকাশ	২৩.০২.২০২৫		অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O

তাং ২৭/০১/২০২৫
স্বাক্ষর
সহকারি নির্বাচনী আধিকারিক
সেখপাড়া আমিনাবাদ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

দ্রষ্টব্য- পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী যোগ্য সদস্যরাই পরিচালক পর্ষদ নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার যোগ্য ।ভোট দানে সকল সদস্য/ সদস্যাদের ভোটের দিন ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত একটি সচিত্র পরিচয় পত্র আনতে হবে।

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা: ১২তম তল তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) ও ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) ''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২০.০২.২০২৫ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং. ১

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে যা বিক্রি করা হবে **২০.০২.২০২৫** তারিখে, **৩১,৬৪,১৩৭.০০ টাকা (একত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার একশো সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র) ২৯.১২.২০২১ পর্যন্ত গণনা করা সুদ সহ অনুযায়ী** তদুপরি ভবিষ্যতের সুদ এবং পরবর্তী খরচ সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটর **শ্রী গৌতম অধিকারী (ঋণগ্রহীতা), ঠিকানা-** ২৫ নং বিদ্যা সাগর রোড, চাঁদশী ভবন, দমদম, ক্যান্টনমেন্ট, রবীন্দ্র নগর, কলকাতা- ৭০০০৬৫ **এবং** প্রযত্নে সৌম্য শুভ্র দাস 'দাস ভিলা' ৩০/১ ইউ/১, হরে কৃষ্ণ শেঠ লেন, সিঁথি, কলকাতা- ৭০০০৫০ **এবং** 'প্রতিমা' ৭৫৪, শরৎ বোস রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা- ৭০০০৬৫-এর বকেয়া আছে ।

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

পঞ্চম তলার সামনে (উত্তর পূর্ব পশ্চিম) পাশের ফ্ল্যাট নং ১০৭ এর এক সকল যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ কমবেশি ১০০০ বর্গফুট যার আছে তিনটি বেড রুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং স্পেস, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা নিয়ে গঠিত, উল্লিখিত বিল্ডিংয়টির হোল্ডিং নং ৭৫৪, শরৎ বোস রোড, ওয়ার্ড নং ৫, ২৪ পরগনা (উত্তর) জেলার দক্ষিণ দমদম পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত, সেইসঙ্গে কমবেশি ২ কাঠা ৬ ছটাক ১০ বর্গফুট পরিমাপের জমিতে আনুপাতিক শেয়ার এবং ইন্টারেস্ট সহ তথায় থাকা উপর জি+৪ তলা ভবন সহ। দলিল নং আই-২৩২৬ সাল ২০১৯ গৌতম অধিকারীর নামে আছে।
নিম্নোক্ত ভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তরে-১৮'-০'' প্রশস্ত প্রান্তিক সরণি রোড, দক্ষিণে- বিদ্যমান ৪ তলা ভবন, পূর্বে- ১৫' ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- বিদ্যমান দ্বিতল ভবন ।
রিজার্ভ মূল্য হবে **৩০,০০,০০০.০০ টাকা** এবং আর্নেস্ট মানি জমা হবে **৩,০০,০০০.০০ টাকা,** বিড ইনক্রিমেন্টাল মূল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা**।

পরিদর্শনের তারিখ: ১২.০২.২০২৫ | **বাস্তবিক দখল** | **যোগাযোগ নং ৯৭৪৮৮৭০৪৩৮**

ক্র. নং. ২

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২০.০২.২০২৫** তারিখে, **১,০৫,২৪,০৮০.৭৩ টাকা (এক কোটি পাঁচ লক্ষ চব্বিশ হাজার আশি টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা মাত্র) ০১.১১.২০০৭ পর্যন্ত গণনা করা সুদ সহ** এবং পূর্বোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটর **মেসার্স গাঙ্গুলী ইলেকট্রনিক্স, ঠিকানা-** ১৪৯/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড, মসজিদ মোড়, কলকাতা- ৭০০০৪১, **শ্রী সৌমিক গাঙ্গুলি,** ছন্দনীড় অ্যাপার্টমেন্ট, দ্বিতীয় ফ্লোর, ১৪ বাবু রাম ঘোষ রোড, কলকাতা- ৭০০০৪০, **শ্রীমতী চন্দ্র গাঙ্গুলি,** ছন্দনীড় অ্যাপার্টমেন্ট, দ্বিতীয় ফ্লোর, ১৪ বাবু রাম ঘোষ রোড, কলকাতা- ৭০০০৪০-এর বকেয়া আছে ।

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

৪ কাঠা ৫ ছটাক পরিমাপের জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান- সুকান্ত পল্লী, মৌজা - হরিদেবপুর, জে.এল. নং ২৫, থানা- হরিদেবপুর, খতিয়ান নং ৬২০, আর.এস. নং ৩৫, আর.এস. দাগ নং ৯৫৩ এবং ৯৫৯ (অংশ), কে.এম.সি. ওয়ার্ড নং ১২২, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯৯৬ সালের দলিল নং ৩৮২০ অনুসারে শ্রী তিমির গাঙ্গুলির নামে আছে ।
সংরক্ষিত মূল্য হবে **২০,১৮,০০০.০০ টাকা,** আর্নেস্ট মানি জমা হবে **২,০১,৮০০.০০ টাকা** এবং বিড ইনক্রিমেন্টাল মূল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা।**

পরিদর্শনের তারিখ: ১৩.০২.২০২৫ | **বাস্তবিক দখল** | **যোগাযোগ নং ৯৭৪৮৮৭০৪৩৮**

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

তারিখ: ০৪.০২.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের গাড়িতে হামলার ঘটনায় এখনও অধরা অভিযুক্ত, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের গাড়িতে ধাক্কা ও হামলার পরিকল্পনার ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা পরেও এখনো পর্যন্ত কাউকে ধরতে পারেনি পুলিশ। এমনকী দুর্বৃত্তদের ব্যবহৃত গাড়িটিও শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। যদিও মানিকচকের যে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে এবং যে সব রাস্তা দিয়ে ওই ঘাতক গাড়িটি যাতায়াত করেছে, সেখানকার সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত করে দেখছে পুলিশ কর্তারা। শনিবার গভীর রাতে এই ঘটনার পর কার্যত এখনো আতঙ্কিত রয়েছেন মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। তিনি বলেন, কোনও গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটালে সেই গাড়ির চালককে সাধারণত পালাতেই দেখা যায়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। গাড়িতে সামান্য ধাক্কা লাগানোর পাশাপাশি পাল্টা আমার গাড়ির পিছু ধাওয়া করে ওই ঘাতক গাড়িটি। ওই গাড়ির আলো এতটাই উজ্জ্বল ছিল যে আমার গাড়ির ভেতর থেকে বসেও মোবাইলে ছবি নেওয়া সম্ভব হয়নি। যদিও সেই সময় আমার গাড়িতে বসে থাকা দুই দেহরক্ষী, একজন আপ্ত সহায়ক এবং আমি নিজেও পুলিশের এবং দলের সংশ্লিষ্ট এলাকার কর্মী, নেতাদের ফোনাফনি করছিলাম। তবে গাড়ি চালক যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে এই হামলার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ধরমপুরে এই ঘটনার পর গাড়ি ঘুরিয়ে মানিকচকের দিকেই ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিই। ততক্ষণে নিয়ামতপুর এলাকায় পুলিশ চলে আসে। আমার গাড়িকে স্কট করেই ইংরেজবাজার শহরের সদরঘাট এলাকার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ এনায়েতপুর এলাকার একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের কর্মসূচি সেরে নিজের চার চাকার গাড়ি করে মালদা ইংরেজবাজার শহরের বাড়ি ফিরছিলেন মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। ধরমপুরের কাছেই একটি চার চাকার গাড়ি অতর্কিতে উল্টো দিক থেকে এসে ধাক্কা মারার চেষ্টা চালায়। গাড়ি চালকের তৎপরতাই ওই ঘাতক গাড়িটি আমার গাড়িটিকে সামান্য ধাক্কা লাগিয়ে বেরিয়ে যায়। এরপর ওই গাড়িটির ঘুরিয়ে পুনরায় আমার গাড়ির পিছু ধাওয়া করে। তাতে সন্দেহ চেপে বসে। এরপরই পুলিশি তৎপরতাই হামলার মুখ থেকে বাঁচেন তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। তবে সেই সময় ওই গাড়িটি পালিয়ে যায়।

মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, আমার ৪০ বছরের রাজনীতিতে এই ধরনের ঘটনা কোনদিনও হয়নি। আমি নিশ্চিত কোনও একটা বড় মাথার পরিকল্পনায় হয়তো আমার ওপর হামলা চালানোর ছক কথা হয়েছিল। যদিও গাড়িতে থাকা দুই নিরাপত্তারক্ষী দুষ্কৃতীদের ওই গাড়িটি ধরার ক্ষেত্রে তৎপর হয়েছিল। কিন্তু আমি ওদের গাড়ি থেকে নামতে দিইনি। ঘটনার পর রাতেই মানিকচক থানায় আমার গাড়ির ওপর হামলা এবং প্রাণে মারার চেষ্টা অভিযোগ দায়ের করেছি। তবে এখনো পর্যন্ত পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি। যদিও পুলিশের ওপর ভরসা রয়েছে, অবশ্যই দুষ্কৃতীরা ধরা পড়বে। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত চলছে। সবদিক খতিয়ে দেখেই তদন্তের কাজ চালানো হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মী ভাণ্ডারে ৩০০০ টাকা পাবেন : শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধনে এসে রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী বিরাট প্রতিশ্রুতি দিলেন। ২০২৬ সালে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা এলে

মহিলাদের লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা ৩০০০ টাকা করা হবে। পাশাপাশি তিনি সোমবার তৃণমূলের কঠোর সমালোচনা করেন। এদিন বিদ্যার দেবী সরস্বতী পুজোর দিন আরামবাগের দৌলতপুরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের বিরোধী দল নেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী।আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির কার্যালয়ের উদ্বোধন করার পাশাপাশি প্রবীন বিজেপি কর্মীদের সংবর্ধনা দেন। তিনি মঞ্চ থেকে বলেন, এই কার্যালয়ের প্রয়োজন ছিল। এখানে বিজেপি কর্মীদের স্থায়ী ঠিকানা হবে। ভবিষ্যতে এখানে লাইব্রেরি হবে,কল সেন্টার হবে, মিটিং হল রয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, ৩৯ শতাংশ হিন্দু ভোট বিজেপি পেয়েছে। এটা ৪৫ শতাংশ করতে হবে। তাহলেই আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি ও সনাতনী সরকার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে তুলে দেওয়া যাবে। তৃণমূলের সমালোচনা করে বলেন, তৃণমূল বহু বিজেপি কর্মীদের ঘর ছাড়া করেছিল। তারা এই অফিসে ছিল। প্রত্যেক নির্বাচনের পর বিরোধীদের ঘর ছাড়া করা হয় এই রাজ্যে। খুন হতে হয়। ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়। যা ভারতের কোনও রাজ্যে হয় না। তৃণমূল নামক যে আবর্জনা আছে, নর্দমা আছে, কীট আছে, তারা এই কালচার চালু করেছে। রাজ্যের মানুষ কংগ্রেসকে দেখেছে, সিপিএমকে দেখেছে, তৃণমূলকে দেখা হয়েছে। এবার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করুন, বিজেপিকে আনুন। এবার মুসলিম লিগ টু সরকারকে গঙ্গায় বিসর্জন দেব, পারলে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেব। প্রত্যেক বুথকে দুর্গ তৈরি করতে হবে। সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে পাপ মুক্ত সরকার গড়তে হবে। নারী সুরক্ষায় সোচ্চার হন। ওডিশায় বিজেপি সরকার সুভদ্রা যোজনায় বছরে নারীদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। যে বাড়িতে একটাও চাকরি নেই সেই বাড়িতে একটা চাকরি দেওয়ার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগে বহু বিজেপি নেতা কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে বিজেপির কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়।

গলাকাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। দুষ্কৃতীরা যুবকের মাথা কেটে অন্যত্র ফেলে গেছে। মাথার খোঁজে পুলিশ কুকুর এনে এলাকার পুকুরে জাল ফেলে খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। যুবকের পরিচয় এদিন বিকেল পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আপাতত একটি খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত করছে পুলিশ। এলাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা। ঘটনাটি ঘটেছে দত্তপুকুর থানার ছোট জাগুলিয়ার মালিয়াকুর বাজিৎপুর এলাকায়। এলাকার কৃষি জমি থেকে গলাকাটা মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে দত্তপুর থানার পুলিশ, মৃত দেহটি যুবকের আনুমানিক ৩৫-৪০ বছর বয়স হবে। দেহটি গলাকাটা সঙ্গে যুবকের পুরুষাঙ্গে ধারালো অস্ত্রের গভীর ক্ষতচিহ্ন আছে। দেহটির হাত পা বাধা অবস্থায় দাহ্য পদার্থ দিয়ে পোড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিলো। ঘটনাস্থল থেকে মদের গ্লাস, চিপস এর প্যাকেটও পাওয়া গেছে। সাত সকালে গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে যথেষ্ট চাঞ্চল্য এলাকায়। দেহটি গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া গেলেও এখনো মাথার খোঁজে তদন্ত চালাচ্ছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া রক্তমাখা মদের গ্লাস, চিপসের প্যাকেট উদ্ধার ঘিরে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান যুবককে বাইরে থেকে ডেকে এনে মদ খাওয়ানোর পর আক্রশবসত তাকে খুন করা হয়েছে।

নদিয়ার চাপড়ায় পুজোর আগের রাতে সরস্বতী ঠাকুর ভাঙল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: চাপড়া থানার কলিঙ্গ এলাকায় চড়ুইটিপি গ্রামে রাতে সরস্বতী মূর্তি ভেঙে দেয় দুষ্কৃতীরা।

বাংলাদেশের পর এ রাজ্যেও দেবী মূর্তি ভাঙা অব্যাহত রয়েছে। নদিয়ার চাপড়ায় বেশিরভাগ এলাকা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। তারপর সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে এই ধরনের ঘটনায় কলিঙ্গ এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চাপড়া থানা পুলিশ। পরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ মণ্ডপের পাশেই গ্রামবাসীদের তৎপরতায় অস্থায়ী আরো একটি মণ্ডপ তৈরি করে পুজো সম্পন্ন করে। এরই মধ্যে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে কিছু লোকজন এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করলে পুলিশ তা প্রতিহত করে। তবে স্থানীয় সূত্রে খবর, রাতে প্রতিমা আনার পর হয়তো কোনও মদ্যপ অবস্থায় কোনও ব্যক্তি তা ভেঙে দেয়। জানাজানি হতেই গ্রামের লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চাপড়া থানার পুলিশ। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে পাশেই পুজোর ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। তবে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছেন, কলিঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েতটি বিজেপি পরিচালিত। এলাকায় নিজেরাই বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে বিজেপি একেবারে পরিকল্পনা মাফিক এটা করেছে। যেহেতু চাপড়া সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা তাই এখানে ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তারা।

ব্যান্ডেল আমবাগানে রেল কোয়ার্টারে উচ্ছেদের নোটিস ঘিরে বিতর্ক

বিধায়কের নেতৃত্বে আন্দোলনে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ব্যান্ডেল আমবাগানে রেল কোয়ার্টারে উচ্ছেদের নোটিস বিতর্ক। বিধায়কের নেতৃত্বে আন্দোলনে তৃণমূল। উল্লেখ্য, ব্যান্ডেল স্টেশনের কাছে আমবাগান এলাকায় রয়েছে রেলের কোয়ার্টার। সেখানে বসবাস করে অনেক পরিবার। সম্প্রতি একটি নোটিস ঘিরে ছড়ায় চাঞ্চল্য। কোয়ার্টারের বাসিন্দাদের উদ্দেশে নোটিস দেওয়া হয় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রেল কোয়ার্টারে বসবাসকারীরা কোয়ার্টার খালি করতে হবে, নাহলে রেল কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নোটিসের নীচে লেখা রয়েছে 'আদেশ অনুসারে পূর্ব রেলওয়ে হাওড়া'।

সেই নোটিসের বিরোধিতা করে সোমবার আমবাগানে সভা করে তৃণমূল। পরে মিছিল করে ইনস্পেক্টর অফ ওয়ার্কসের অফিসে যান আন্দোলনকারীরা। বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, 'পুনর্বাসন ছাড়া কোনও রকম উচ্ছেদ করা যাবে না। রেল কোয়ার্টারে যারা বসবাস করছেন কেউ ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে রয়েছেন। অনেকেই রয়েছেন, যাঁদের দাদু বাবা রেলে চাকরি করতেন। এখন তাঁদের উচ্ছেদ করলে কোথায় যাবে। ব্যান্ডেলে রেলের অনেক জায়গা আছে। এখানে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হয়েছে আমরা সাহায্য করেছি। রেল গাজোয়ারি যদি করে তার উত্তর গাজোয়ারিতেই হবে।'

বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, 'রেল তার জায়গা তো নেবেই। রাজ্য সরকারের জায়গা তো নিতে যাচ্ছে না। রাজ্য সরকারি জায়গাগুলো দখল করে তৃণমূলের পার্টি অফিস হয়েছে। সেখানে ওই মানুষদের থাকতে দিন না বিধায়ক।'

কোয়ার্টারের এক বাসিন্দা বলেন, 'আমি পরিচারিকার কাজ করি। বাইরে ভাড়া থাকতে গেলে ৫০০০ টাকা লাগবে। কোথায় পাব এত টাকা? রেলের লোকেরা এসে বলছে কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে। না হলে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। খুব ভয়ে ভয়ে থাকি।' কোয়ার্টারে আরেক বাসিন্দা বলেন, 'আমি বেশি দিন আসেনি। স্থানীয় একটি ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি কোয়ার্টারে বসবাস করছি। আমি রেলে চাকরি করি না। যে নোটিসটা দেওয়া হয়েছে, সেটা রেল থেকে দিয়েছে না ঠিকাদার দিয়েছে আমরা বুঝতে পারছি না।'

বিষ্ণুপুরে পানীয় জলের দু'টি রিজার্ভার ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিল খড়গপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বিষ্ণুপুর পুরসভা এলাকায় ৪০ বছরের পুরনো দু'টি রিজার্ভার দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়েছে। যে কোনও সময় ভেঙে বড়সড় বিপদ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। আতঙ্কে রয়েছে এলাকার মানুষজন। এলাকার মানুষের সুরক্ষার কথা ভেবে বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পুরসভা সংলগ্ন এবং কুমারি টকির কাছে অবস্থিত দু'টি রিজার্ভারকে বিশেষজ্ঞ দিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি পাঠান। চিঠি পেয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর খড়গপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রিজার্ভারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। তাতে ডাহা ফেল করে রিজার্ভার দুটি এবং অবিলম্বে তা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার ফলে কলকাতা পুর ও নগরান্নোয়ন দপ্তর সেই মতো তোড়জোড় শুরু করেছে।

বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম গোস্বামী বলেন, বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ মেনে শহরের দু'টি পানীয় জলের রিজার্ভার ভেঙে ফেলা হবে। তার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া হয়েছে কলকাতা পুর ও নগরান্নোয়ন দপ্তর থেকে। তবে শহরবাসীকে পানীয় জলের সমস্যায় যাতে পড়তে না হয় তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও করেছে ইতিমধ্যেই পুরসভা।

এখন দেখার বিপদজনকভাবে থাকা এই রিজার্ভার দুটি কত দিনে ভাঙে পুর ও নগরান্নোয়ন দপ্তর।

সিজেনো পরবে মাছ কিনতে ক্রেতাদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: সোমবার সরস্বতী পুজো সেই সঙ্গে সিজেনোর রান্নার পরব। তাই মাছ কিনতে ভোররাত থেকেই বাজারে ক্রেতাদের ভিড়। মাছের দাম চড়া, তবু মাছ কিনতে উৎসাহে ভাঁটা ছিল না ক্রেতাদের।

সরস্বতী পুজো যদি হয় বাঙালির 'প্রেম দিবস' তাহলে সিজেনো পরব অবশ্যই মাছের উৎসব এমনটাই মত বাঙালির। সরস্বতী পুজোর দিন রান্না করা আর তার পরের দিন সেই রান্না খাওয়া এই পরবের রেওয়াজ। পঞ্চ ব্যাঞ্জনের পাশাপাশি মাছের বিভিন্ন রকমের পদ পরবের প্রধান অঙ্গ। তাই প্রতিবছর সিজেনোর দিন বাজারে মাছের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দুর্গাপুর মহকুমার মাছের বিভিন্ন বড় বাজারগুলির পাশাপাশি খনি অঞ্চলের উখরাতেও রয়েছে একাধিক মাছের আড়ৎ। সোমবার ভোর রাত থেকে আড়ৎগুলিতে ভিড় লক্ষ্য করা যায় পাইকারি ও খুচরো ক্রেতাদের। বেলা যত বেড়েছে ক্রেতার সংখ্যাও বেড়েছে সমানতালে। আড়ৎ মালিক গোপীনাথ ধীবর, সুজিত ধীবরেরা জানান, অন্যান্য বছরে মতো এবারও মাছের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। যোগানও ছিল স্বাভাবিক। বড় সাইজের লোকাল মাছ ৩৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা কিলো ধরে বিক্রি হয়েছে। এদিন উখরার একটি আড়তে দেখা যায় ১৪ কেজি ওজনের ব্রিগ্রেড মাছ। খনি এলাকার পরিত্যক্ত কয়লা খাদান থেকে মাছটি ধরে আড়তে বিক্রি করতে এসেছিলেন জনৈক্য ব্যক্তি। ৪০০ টাকা কিলো দরে সেই মাছটি বিক্রি হয় বলে জানান তিনি।

শুরু হল সৃষ্টিশ্রী মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ফুটবল ময়দানে শুরু হল সৃষ্টিশ্রী মেলা। সোমবার এই মেলার শুভ সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রেখা রায়, গঙ্গারামপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্পিতা ঘোষাল সহ আরো অনেকে।

জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিন ধরে শুধুমাত্র মেলা নয়, মেলার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও চলবে মেলা প্রাঙ্গণে। মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি হস্তশিল্প, বস্ত্রের প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা রয়েছে। মেলায় সবমিলিয়ে প্রায় ৬২ টি স্টল রয়েছে।

এবিষয়ে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জানান, 'মূলত আমাদের ঘরের মেয়েরা যাতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে, তারা যাতে নিজস্ব সৃষ্টির দ্বারা উপার্জনের সুযোগ পায় সেজন্য এই উদ্যোগ। মেয়েদের তৈরি করা সামগ্রীগুলি যাতে তারা বিক্রয় করতে পারে অর্থাৎ বিপণনের সুযোগ পায় সেটাই এই মেলার মূল উদ্দেশ্য।'

দেড়শো টাকার টিকিট কেটে কোটি টাকা লটারি জিতলেন টোটো চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: চাপড়া থানার সীমান্তবর্তী হাটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের রানাবন্ধ গ্রামের এক টোটো চালক ১৫০ টাকার টিকিট কেটেই কোটি টাকার পুরস্কার জিতলেন। নদিয়ার চাপড়া থানার সীমান্তবর্তী হাটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের রানাবন্ধ গ্রামের টোটো চালক দানিয়েল মণ্ডল মাঝেমধ্যেই লটারি টিকিট কাটতেন। কিন্তু পুরস্কার মিলত না। অন্যান্য দিনের মতো সরস্বতী পুজোর দিন দুপুরে বাড়ি ফেরার পথে নদিয়ার চাপড়া বাজার রাস্তায় ধার থেকে ১৫০ টাকা দিয়ে লটারি টিকিট কাটে। দুপুর ১ টায় খেলা ছিল। কিন্তু তিনি লটারি ফলাফল মেলান বিকেল ৪ টা নাগাদ। টিকিট মিলাতেই চক্ষু চড়ক গাছ। টিকিটে মিলেছে কোটি টাকা। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। এরপরেই টিকিট সহ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সটান হাজির হন চাপড়া থানায়। সুরক্ষার স্বার্থে আপাতত চাপড়া থানায় লটারি টিকিটটি গচ্ছিত রাখে। লটারি পেয়ে টোটো চালক দানিয়েল মণ্ডল অত্যন্ত খুশি।

টোটোয় চেপে দেবীর ঘট তুলতে ঘাটে কচিকাঁচারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তার মধ্যে সরস্বতী পুজো অন্যতম। অন্যবারের মতো এইবারেও সমগ্র পশ্চিমবাংলা জুড়ে মহাসমারোহে চলছে বাগদেবীর আরাধনা। আর এই পুজোয় হিন্দুদের পাশে সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে আব্দুল হাই। বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান আর শিল্পের দেবী হলেন দেবী সরস্বতী। তাই সরস্বতী পুজোকে ঘিরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থাকে চরম উন্মাদনা। বিদ্যা সুন্দরীকে তুষ্ট করতে সকলেই তৎপর। গ্রামীণ বাংলার ছেলে আব্দুল হাই এবারে সরস্বতী পুজোর এক অভিনব থিম হাজির করেছে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের গোবিন্দপুর বাজারে। নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত এবারে সরস্বতী পূজার থিম অনবদ্য আর অপূর্ব সুন্দর। পল্লি প্রকৃতির সবুজ ঘেরা গ্রামে মাটির কুঁড়ে ঘরে গ্রাম্য বধূ রূপে হাজির হয়েছেন বিদ্যা সুন্দরী। আব্দুল হাই প্রমাণ করে দিয়েছেন ধর্ম যার যার, পুজো সবার আর মানবিকতা সবার উপরে। এই পুজো হিন্দু-মুসলিম সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে এসেছে এক ছাতার তলায়। এ এক বিরল নজির যা পরবর্তী প্রজন্মকে সম্প্রীতির অটুট বন্ধনে বেঁধে রাখবে। এই পুজোয় আরেকটি অভিনব বিষয় হল কচি কাঁচারা মহানন্দে দেবীর ঘট তুলতে গেছে টোটোয় চেপে। হিন্দু - মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা। আব্দুল ভাই এবং গ্রামের মুসলিম ধর্মালম্বী সকল মানুষ প্রমাণ করেছে ধর্ম নয় মানুষ বড়.... 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান।'

পথদুর্ঘটনায় জখম

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সোমবার বিকেলে গোপীবল্লভপুরে পথ দুর্ঘটনায় গুরুত্ব জখম হয়েছে ৩ যুবক। একটি বাইকে করে তিনজন গোপীবল্লভপুরের দিকে দ্রুত গতিতে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৯ নম্বর রাজ্য সড়কের ওপর কানপুর এলাকায় একটি ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারলে ওই তিন যুবক বাইক থেকে ছিটকে পড়ে। খবর পেয়ে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ রক্তাক্ত ও অচৈতন্য অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে তপসিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ চিকিৎসা চলার পর দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জানা গেছে, সরস্বতী পুজো দেখে বাড়ি ফেরার সময় তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। জখম তিন যুবকের বাড়ি গোপীবল্লভপুর এলাকায় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ৪০ দিন পর মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: গ্যাসে রান্না করার সময় কাপড়ে আগুন ধরে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। দুর্ঘটনার চল্লিশ দিন পর শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হল। মৃতের নাম আফরোজা বেওয়া (৬১)। বাড়ি সালার থানার মল্লিকপাড়া। রান্না করার সময় অসর্তকতায় কাপড়ে আগুন ধরেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তের পর জানিয়েছে পুলিস।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৩ ডিসেম্বর বাড়িতে রান্না করছিলেন আফরোজা বেওয়া। সেইসময় কাপড়ে আগুন ধরে যায়। কোমরে বেল্ট থাকায় কাপড় খুলতে না পেরে বাড়ির পাশের পচা ডোবায় ঝাঁপ দেন। উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে তেরো দিন চিকিৎসার পর পরিবারের লোক বাড়িতে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হওয়ায় ২৭ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃতের ছেলে সফিক শেখ বলেন, পচা ডোবায় ঝাঁপ দেওয়ায় ক্ষতস্থানে ইনফেকশন হয়ে গিয়েছিল। শুরুতেই মেডিক্যাল কলেজে আনলে এই অবস্থা হত না।

সরস্বতী পুজোয় বাজার আগুন হলেও গোটাসিদ্ধের আয়োজনে নেই ঘাটতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: গোটাসিদ্ধ পার্বণকে কেন্দ্র করে সবজি বাজারে বেগুন-সহ বেশ কয়েকটি সবজির দাম লাফিয়ে দ্বিগুণ হল। শিম আর বেগুনের দামে কার্যত আগুন বলেই দাবি করেছেন ক্রেতারা। মটরশুটি, বাঁধাকপির দামেও বেশ হেরফের হয়েছে। যদিও সবজি বিক্রেতাদের দাবি, রবিবার অপেক্ষা সোমবার বাজার দর কিছুটা কম ছিল।

মুর্শিদাবার জেলার বাগরি এলাকায় শীতলা ষষ্ঠীতে গোটাসিদ্ধ উৎসব পালিত হয়। রাঢ় এলাকার কিছু অংশে এই পার্বণের রেওয়াজ রয়েছে। পঞ্জিকা মতে, এবার রবিবার দুপুর থেকে পঞ্চমী তিথি পড়ছে। সোমবার সকাল পর্যন্ত পঞ্চমী থাকবে। ফলে অনেকেই রবিবার বিকেলেই বাগদেবীর আরাধোনা সেরে ফেলেছেন। সরস্বতী পুজোকে সামনে রেখে গোটাসিদ্ধ পার্বণও দু'দিন পালিত হচ্ছে। যার কারণে বাঙালিরা রবিবার ও সোমবার দু'দিন গোটাসিদ্ধর বাজার সারলেন।

গোটাসিদ্ধতে বিভিন্ন রকম কলাই ছাড়া সাদা শিম, সাদা বেগুন আবশ্যিক। আগের রাতে একসঙ্গে সিদ্ধ করে পরদিন শিল পেতে ষষ্ঠীপুজো দেওয়ার পরই সেই খাবার খাওয়া হয়।

বেগুনের দাম ২৫ টাকাতে নেমেছিল। রবিবার বহরমপুরের বিভিন্ন বাজারে সাদা বেগুন ৭৫-৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে। সোমবার সেই দাম ৬০ টাকা কেজিতে নেমে এসেছিল। শিমের দাম ৪০ টাকা কেজি থেকে এক লাফে দ্বিগুণ হয়েছে। মটরশুটি ২৫ টাকা কেজি থেকে বেড়ে রবিবার ৪০ টাকা কেজি ছুঁয়েছিল। বাঁধাকপিও এদিন বেশি দামেই বিকিয়েছে। তবে টামেটো সহ বাকি সবজির দামে কোনও হেরফের হয়নি। কান্দি বাসট্যান্ড এলাকার সবজি বিক্রেতা নিয়তি রাজবংশী বলেন, সাদা বেগুন আর সাদা শিমের দাম এইসময় বেশিই থাকে। এবার রবিবার অপেক্ষা সোমবার কম দাম ছিল। সোমবার সকালে স্বর্ণময়ী সবজি বাজারে এসেছিলেন সুতিরমাঠের বাদিন্দা বিকাশ পাল। বিকাশবাবু বলেন, সবজি বাজারে সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। যেকোনও উৎসব এলেই বিক্রেতাদের পোয়া বারো। তাঁদের মর্জিমতো দামে কিনতে হয়।

মাছ ধরতে গিয়ে পুকুর থেকে উদ্ধার হল রাইফেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: জঙ্গলের পাশের জলাশয় থেকে এক নলা রাইফেল উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো কাঁকসার বিষ্ণুপুর গ্রামে। সরস্বতী পুজোর দিন দুপুরে মাছ ধরতে গিয়ে জেলেদের জালে উঠে আসে রাইফেলটি। যাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার মলানদিঘি ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাইফেলটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বহুদিনের পুরনো দেশীয় এক নলা রাইফেল এটি। দীর্ঘদিন ধরে জলে পড়ে থাকায় মরিচা ধরেছে। তবে কোথা থেকে রাইফেলটি জলে এল সেই নিয়েই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, 'এইসব বাম আমলের অস্ত্র। কয়েক বছর আগেও বিষ্ণুপুর গ্রামের যমঘোষ নামের একটি পুকুর থেকে দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল। এবার ফের পুকুর থেকে রাইফেল উদ্ধার হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচ

নাগপুরে পৌঁছে গেলেন রোহিত, বিরাট, যশস্বীরা

নাগপুর: ঘরের মাঠে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ইংল্যান্ডকে দুরমুশ করে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জয় করেছে টিম ইন্ডিয়া। এবার লক্ষ্য একদিনের সিরজেও এই ধারবাহিকতা বজায় রাখা। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি নাগপুরে শুরু হচ্ছে প্রথম একদিনের ম্যাচ। সেই ম্যাচের জাতীয় দলের শিবিরে যোগ দিতে সোমবার সকালেই নাগপুর পৌঁছলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও দলের সিনিয়র ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। এছাড়া ছিলেন ভারতীয় দলের আরও বেশ কিছু ক্রিকেটার। তাঁরা হলেন শুভমন গিল, কেএল রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার, ঋষভ পন্থ এবং যশস্বী জয়সওয়াল। ভারতীয় ক্রিকেটাররা বিমানবন্দর থেকে বাইরে আসতেই উৎসাহী সমর্থকদের ভিড় জমে যায় বিমানবন্দর চত্বরে। সূত্রের খবর, সোমবারই নাগপুর এসে পৌঁছনোর কথা রয়েছে ইংল্যান্ড দলেরও।

প্রসঙ্গত, চলতি মাসেই শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার আগে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজ এক কথায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য প্রস্তুতির পাশাপাশি দলের খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সও দেখে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন কোচ গৌতম গম্ভীর। এদিকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডকে দুরমুশ করলেও একদিনের সিরিজ জেতার জন্য দুই পক্ষের জোর লড়াই হবে বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

অভিষেক যাবতীয় সাফল্যের কৃতিত্ব দিলেন যুবরাজকে

মুম্বই: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে ওয়াংখেড়েতে ব্যাট হাতে অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছেন অভিষেক শর্মা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বিধ্বংসী ইনিংস খেলার পরই অভিষেক ধন্যবাদ জানাতে ভুললেন না তাঁর মেন্টর প্রাক্তন ক্রিকেটার যুবরাজ সিংকে। কারণ, যুবিই যে তাঁর ওপর ভরসা রেখে বিশ্বাস করেছিলেন খুব শীঘ্রই অভিষেক জাতীয় দলের জার্সি গায়ে মাঠ কাঁপাবেন। এবং তাঁর প্রতি যুবির ভরসা রাখার জন্যই প্রাক্তন ক্রিকেটারের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতাও জানাতে ভুললেন টিম-ইন্ডিয়ার ওয়াংখেড়ের হিরো।

প্রসঙ্গত, যুবরাজ এবং অভিষেক দুজনেই পঞ্জাব কি পুত্তুর। কাজেই অভিষেক যখন অনুর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছেন, ঠিক তখনই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় যুবির। তারপর থেকে যুবিই অভিষেকের ব্যাটিং কৌশল নিয়ে ঘষামাজা করে তাঁকে তৈরি করেন।

শনিবার ওয়াংখেড়েতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ টি-টোয়েন্ট ম্যাচে অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছিলেন অভিষেক শর্মা। ১৩৫ রান এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকে।

অভিষেকের এই ইনিংসে ছিল ১৩টি ছয়। মূলত তাঁর ব্যাটিংয়ের কাঁধে চড়েই বিশাল রানের টার্গেট ইংল্যান্ডের সামনে খাড়া করেন স্কাই বাহিনী।

ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যুবির সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অভিষেক বলেন, 'যুবি ভাই আমার ব্যাটিং কৌশল নিয়ে গত তিন-চার বছর ধরে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। তিনি সবসময় বলতেন, আমি জাতীয় দলের হয়ে খুব শীঘ্রই খেলার সুযোগ পাব। এবং দলকে জেতাতে পারব।

রবিবার যুবি ভাইয়ের সেই কথাটাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এই মুহূর্তে যুবি ভাই ছাড়া আর কারও কথা আমার মনে আসছে না।'

এর পাশাপাশি অভিষেক আরও জানান, 'যুবি ভাইয়ের সঙ্গে এখন আমার নিয়মিত কথা হয়। আমি আগেও বলেছি, যুবি ভাই সব সময় আমার পাশে থেকেছেন। যখনই সমস্যা হয়েছে মূল্যবান পরামর্শ চেয়েছি এবং উনি আমাকে তা দিয়ে সাহায্য করেছেন। সুতরাং আমি আজ পর্যন্ত কেরিয়ারে যা কিছু করতে পেরেছি সবই যুবি ভাইয়ের জন্য।'

এখানেই শেষ নয়, ওয়াংখেড়েতে অনবদ্য শতরান হাঁকানো অভিষেক আরও বলেন, 'টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পেয়ে আমিও একটা ম্যাচে শতরান করেছিলাম। কিন্তু তারপরও আমাকে বাদ পড়তে হয়। তবে তার জন্য আমি ভেঙে পড়িনি। সবারই কঠিন সময় আসে। আমারও এসেছিল। ওই কঠিন সময়ে নিজেকে তৈরি করেছি। আরও পরিশ্রম করেছি। বিশ্বাস ছিল একদিন না একদিন সুযোগ পেলে ঠিক নিজেকে মেলে ধরব। অবশেষে রবিবার সেই দিনটাই এসে উপস্থিত হল আমার সামনে।'

আইসিসির মহিলাদের বিশ্ব টি-টৌয়েন্টি একাদশে চার ভারতীয়

দুবাই: রবিবার কুয়ালালামপুরে অনুর্ধ্ব-১৯ মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দূরন্ত জয় পেয়েছিল ভারত। ফাইনালে ৯ উইকেটে ভারতীয় দল হারিয়েছি দক্ষিণ আফ্রিকাকে। এই ম্যাচের পরই সোমবার অনুর্ধ্ব-১৯ টি টোয়েন্টি বিশ্ব একাদশে জায়গা পাওয়া খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। সেই একাদশে স্থান পেয়েছেন চারজন ভারতীয় ক্রিকেটার। এঁরা হলেন গোঙ্গাদি তৃষা, জি. কমলীনী, আয়ুশী শুক্লা ও বৈষ্ণবী শর্মা। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের অনুর্ধ্ব-১৯ মহিলাদের টি-টোয়েন্ট বিশ্বকাপে ধারাবাহিকভাবে দারুণ ছন্দে ছিল টিম ইন্ডিয়া। এবং অপরাজিত থেকেই টুর্নামেন্টের খেতাব জয় করে মেন-ইন-ব্লুজরা। এই খেতাব জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দুইবার খেতাব জয়ের স্বাদ পেল নিকি প্রসাদের দল। চলতি বছরের এই টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলের অনেকের ওপর নজর থাকলেও শেষ পর্যন্ত এই দলে বেছে নেওয়া হয়েছে মাত্র চারজন ভারতীয় খেলোয়াড়কে। এই দলে চার ভারতীয় ছাড়া বাকিরা হলেন, জিমা বোথা (দক্ষিণ আফ্রিকা), ডাভিনা পেরিন (ইংল্যান্ড), কাওইমে ব্রে (অস্ট্রেলিয়া), পূজা মাহাত (নেপাল), কায়লা রেইনকে (অধিনায়ক, দক্ষিণ আফ্রিকা), কটি জোন্স (উইকেটরক্ষক, ইংল্যান্ড), নাথাবেইসেং নিনি (দক্ষিণ আফ্রিকা),

এবার বইমেলাতেও আইএফএ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ফুটবলের সোনালী অধ্যায় বা নানারকম অজানা ঘটনা সম্বন্ধে জানতে চান? তাহলে চলে আসুন কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার ২৭৬ নম্বর স্টলে। এবারই প্রথম বইমেলায় ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বাংলার ফুটবলের নানা স্মরণীয় ঘটনাকে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষদের কাছে বই বা ছবির মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য উপস্থিত হয়েছে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা আইএফএ। আইএফএ-র স্টলে এলেই চোখে পড়বে বাংলার অতীত গৌরবের ছবির কোলাজ। রয়েছে কসমসের হয়ে ইডেনে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রীতি ম্যাচে পেলের ছবিও। শুধু কি তাই! না শুধুই ছবি নয়, রয়েছে বাংলার ফুটবলের হারিয়ে যাওয়া সেইসব কালজয়ী ঘটনাকে নিয়ে লেখা বই-য়ের সম্ভারও। কাজেই আর দেরি নয় চলে আসুন বইমেলায় আইএফএর স্টলে। যেখানে এলে বইয়ের গন্ধের পাশাপাশি আপনি পাবেন গড়ের মাঠের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের ছোঁয়াকেও। বাংলার ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। এটাও তাদের এক অভিনব প্রয়াস। বই ও কিংবদন্তী ফুটবলারদের নানা খেলার ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি পাওনা হিসাবে পেয়ে যাবেন প্রাক্তন ফুটবলারদেরও।

শেষ যুযুধান তিন পক্ষের তুমুল প্রচার

বুধে এক দফায় ভোট দিল্লির ৭০ বিধানসভা আসনে

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি: যুযুধান তিন পক্ষের তুমুল চাপানউতরের মধ্যেই সোমবার বিকেল ৫টায় শেষ হল দিল্লি বিধানসভা ভোটের প্রচার। অরবিন্দ কেজরিওয়াল-আতিশী মার্লেনার আম আদমি পার্টি (আপ), নাকি নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহের বিজেপি; কারা আগামী পাঁচ বছর দিল্লি শাসন করবে, বুধবার তা ঠিক করে দেবেন দিল্লিবাসী।

সবকটি আসনে লড়লেও রাহুল গান্ধি-মল্লিকার্জুন খাড়গের কংগ্রেস ক্ষমতার দৌড়ে নেই বলেই বিভিন্ন জনমত সমীক্ষার পূর্বাভাস। বুধে এক দফাতেই হবে দিল্লির ৭০ বিধানসভা আসনের ভোটগ্রহণ। আগামী শনিবার হবে গণনা। কংগ্রেসের পাশাপাশি গত ১০ বছর ধরে ক্ষমতাসীন আপও ৭০টি আসনে লড়ছে। অন্য দিকে, বিজেপি প্রার্থী দিয়েছে ৬৮টি আসনে। একটি করে আসন ছেড়েছে এনডিএ'র দুই সহযোগী, জেডিইউ এবং এলজেপি (রামবিলাস)-কে। ৭০টি আসনে লড়ছে মায়াবতী বিএসপিও।

সোমবার প্রচারের শেষ দিনে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল অভিযোগ করেন, মঙ্গলবার রাতে কমিশনের একাংশের মদতে 'হোম ভোটিং'-এর নামে কারচুপি করতে সক্রিয় হয়েছে বিজেপি। কেজরির দাবি, মঙ্গলবার দিল্লির বিভিন্ন বস্তির গরিব ভোটারদের কাছে কমিশনের নাম করে বিজেপির কর্মীরা নকল ইভিএম নিয়ে হাজির হবে। তার পর সেই নকল ইভিএমের বোতাম টিপিয়ে আঙুলে 'আসল' কালি লাগিয়ে দেওয়া হবে! এর ফলে পর দিন (বুধবার) কারচুপির ঘটনা জানতে পারলেও ওই ভোটারদের ভোটদানে অংশ নেওয়া সম্ভব হবে না।

পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নিয়ন্ত্রিত দিল্লি পুলিশের মদতে বিজেপি গুন্ডামি চালাচ্ছে বলে

অভিযোগ করেছেন আপ প্রধান। অন্য দিকে, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা জঙ্গপুরা আসনে 'বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার' চালানোর সময় অভিযোগ করেন, বিজেপি এবং আপ দু'পক্ষই দিল্লিতে ভোটের আগে 'ভয়ের বাতাবরণ' তৈরি করতে সক্রিয় হয়েছে। অন্য দিকে, শেষ দিনের প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিথ শাহ বলেন, 'কেজরিওয়ালের জমানায় দুর্নীতির বন্যা হয়েছে দিল্লিতে। আবগরি দুর্নীতিতে একের পর এক নেতা জেলে গিয়েছেন। পরিবহণ ক্ষেত্র এবং জল নিগম বোর্ডেও বেনজির অনিয়ম হয়েছে।'

দিল্লির বিধানসভা ভোটে লড়াই এ বার খাতায়-কলমে ত্রিমুখী। শাসকদল আম আদমি পার্টি (আপ)-র সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপি এবং কংগ্রেসের। গত বিধানসভা ভোটে ৬২টি আসনে জয়ী হয়েছিল আপ। মাত্র ৮টি আসনে জয়ী হয় বিজেপি। কংগ্রেস খাতা খুলতে পারেনি। আপ ৫১ শতাংশ, বিজেপি ৩৯ শতাংশ এবং কংগ্রেস প্রায় সওয়া চার শতাংশ ভোট পেয়েছি। তবে ১৯৯৮ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত একটানা দিল্লির বিধানসভা ভোটে জয়ী হয়েছিল কংগ্রেস। ২০১৩ সালের বিধানসভা ভোটে ত্রিশঙ্কু হয় দিল্লি বিধানসভা। ২০১৫ থেকে জয়ী হয়ে আসছে আপ। লোকসভা ভোটে দিল্লিতে জোট করে লড়লেও বিধানসভা ভোটে আপের সঙ্গে জোট হয়নি কংগ্রেস। বরং বিজেপি এবং আপকে একাসনে বসিয়ে আক্রমণ শানাচ্ছে কংগ্রেস শিবির। রাহুল স্বয়ং দুর্নীতি প্রসঙ্গে নিশানা করেছেন কেজরিওয়ালকে।

কাশ্মীরে বাড়িতে ঢুকে অবসরপ্রাপ্ত জওয়ানকে খুন করল জঙ্গিরা

জখম স্ত্রী ও কন্যাও

শ্রীনগর, ৩ ফেব্রুয়ারি: ঘরে ঢুকে এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ানকে গুলিতে ঝাঁঝরা করল জঙ্গিরা। সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনার পরই উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনায় মৃত অবসরপ্রাপ্ত জওয়ানের স্ত্রী এবং কন্যাও জখম হয়েছেন বলে খবর। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত অবসরপ্রাপ্ত জওয়ানের নাম মনজুর আহমেদ ওয়াগে। বাড়ি কুলগামের বেঘিবাগে। সোমবার সকালে আচমকাই তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ে একদল জঙ্গি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে তারা। জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু হয় তাঁর। ওই সময় তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে জখম হন মনজুরে স্ত্রী এবং কন্যাও। তাঁদের গায়েও গুলি লাগে।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের এক শীর্ষকর্তা হামলার কথা স্বীকার

করেছেন। তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত ঘটনার দায় কোনও জঙ্গি সংগঠন স্বীকার করেনি। যে বা যারা এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে, তাদের খোঁজ চলছে। জঙ্গিদের খেঁাজে তল্লাশি অভিযানও শুরু হয়েছে। গত এক বছরে বার বার জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। দিন কয়েক আগেই জম্মু ও কাশ্মীরের সোপোরের জালোরা গুজ্জরপতি এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াইয়ে এক জওয়ানের মৃত্যু হয়। সম্প্রতি গুলমার্গেও সেনার গাড়িতে হামলা চলেছিল। তাতে দু'জন জওয়ান এবং বাহিনীর দুই মালবাহকের মৃত্যু হয়েছিল। তার আগে সোনমার্গের কাছে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপরেও হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। এক চিকিৎসক-সহ সাত জনের মৃত্যু হয়েছিল ওই হামলায়। সোনমার্গের হামলার দায় স্বীকার করেছিল 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' নামে এক জঙ্গি গোষ্ঠী। পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার প্রভাব রয়েছে এই নতুন জঙ্গি গোষ্ঠীতে। পর পর ঘটনাগুলি চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দাদের কপালেও। জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে একের পর এক জঙ্গি কার্যকলাপের ঘটনা নিয়ে উদ্বিগ্ন জম্মু ও কাশ্মীরের নতুন সরকার এবং কেন্দ্রও।

মার্কিন বিমানের ডানার ইঞ্জিনে আগুনে, প্রশ্নের মুখে যাত্রী নিরাপত্তা

ওয়াশিংটন, ৩ ফেব্রুয়ারি: বিমান তখন রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করেছে। জানালার ধারে বসা এক যাত্রীর হঠাৎ নজর পড়ল বিমানের ডানার ইঞ্জিন দাউদাউ করে জ্বলছে। এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ালো যাত্রীদের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে বিমান থামিয়ে রানওয়েতেই খালি করে দেওয়া হল বিমান। রবিবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে আমেরিকার হস্টনে জর্জ বুশ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। সম্প্রতি ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে যাত্রী নিরাপত্তা।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে ৮.৩০ নাগাদ হস্টন থেকে নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল মার্কিন ১৩৮২ নম্বরের বিমানটি। ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অথোরিটির দাবি অনুযায়ী, রানওয়ে ধরে কিছুটা এগোনোর পরই বিমানের একটি ইঞ্জিনে সমস্যা নজরে আসে পাইলটদের। সঙ্গে সঙ্গে থামানো হয় বিমানটি। দুর্ঘটনার সময় বিমানটিতে ১০৪ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে রানওয়েতেই নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় টার্মিনালের। সকল যাত্রীরা সুস্থ রয়েছেন বলেই জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

এদিকে ঘটনার একাধিক ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বিমানের মধ্যেই জানালার পাশে বসা এক মহিলা বাইরের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করছেন। সেখানেই নজরে পড়ে বিমানের একটি ডানায় আগুন ধরে গিয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই যাত্রীরা আতঙ্কে চিৎকার করতে শুরু করেছেন। আতঙ্কিত গলায় একজন বলছেন, 'দয়া করে আমাদের এখান থেকে বাইরে বের করুন।' এর কিছুক্ষণ পর দেখা যায়,

সব যাত্রীদের বাইরে আনা হয়েছে, রানওয়েতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যাত্রীরা। সূত্রের খবর, দুপুরের দিকে অন্য একটি বিমানে যাত্রীদের নির্ধারিত গন্তব্যে পাঠায় কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার সাক্ষী থেকেছে আমেরিকা। ওয়াশিংটনের কাছে এক মাঝ আকাশে হেলিকপ্টারের সঙ্গে যাত্রীবাহী বিমানের সংঘর্ষে হয়। দুর্ঘটনার পর পোটোম্যাক নদীতে গিয়ে পড়ে বিমানটি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ৬৭ জনের। গত শুক্রবার রাতে ফিলাডেলফিয়ায় আরও একটি বিমান দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৯ জন। এর পর বিমানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ই-টেন্ডার নোটিশ
মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
ব্যারাকপুর-II ব্লক, উত্তর ২৪ পরগণা
মেমো নং.-
MGP/58/24-25
তারিখ-৩১.০১.২০২৫
https://wbtenders.gov.in/
স্বা- প্রধান
মোহনপুর জিপি

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

আধুনিক শিক্ষায় মূল্যবোধের অভাব রয়েছে পরতে পরতে !

স্বপনকুমার মণ্ডল

আধুনিক শিক্ষা যখন আয়ের লক্ষ্যেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তখন তার দৈন্যদশা প্রকট হয়ে ওঠে । সেই আয়ও আবার জীবনের চলার পথে পাথেয় হয়ে ওঠে না । সেখানে আধুনিক ভোগবাদী শিক্ষায় মূল্যবোধের অভাব পরতে পরতে। আসলে জীবনের পাথেয়ের মধ্যে যেমন জীবনের লক্ষ্য ক্রমশ স্থিরতা লাভ করে,তেমন সেই লক্ষ্যের পথে পাথেয়ও অর্জন করে লোকে । শুধু তাই নয়, সেখানে জীবনের লক্ষ্যে সাধ ও সাধ্যের সঙ্গতি করে নিজেকেও বদলানো সম্ভব। শুধু পাথেয়ই নয়, জীবনের পথে পথেও অর্জিত মনধনেও জীবনের সঞ্চয় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। সঞ্চয় মানে তো ভোগ-উপভোগ নয়, সঞ্চয় মানে স্বল্পমেয়াদি জীবনকে স্হায়ী মহার্ঘে পরিণত করা, দৃষ্টান্তে অস্তিত্ব রেখে যাওয়া । যে শুধু নিজের জন্য বাঁচে, তাকে কেউ মনে রাখে না। সকলের জন্যে যে বাঁচে, সবার মধ্যেই সে বাঁচে। পরবর্তী সময়ে সবাই তার প্রয়োজনবোধ করে। যে একার জন্য বাঁচে তার বংশধর শেষ হলে সেও শেষ হয়ে যায়।

সেক্ষেত্রে মনে ও মানে বাঁচা ব্যক্তিগত ভাবে শ্রেষ্ঠত্ব পেলেও সমষ্টিচেতনায় তাও অসফল। 'আমাকে আমার মত থাকতে দাও'-এর মধ্যে স্বার্থপরতার চূড়ান্ত রূপ ফুটে ওঠে । অন্যদিকে যে শিক্ষা উন্নত জীবনের সোপান হওয়ার কথা, তাই ক্রমে ভোগসর্বস্ব অভিজাত জীবনের উপায় হয়ে গেছে । সেখানে যত বেশি আয়,তত বেশি ভোগ-উপভোগ,ততই বেশি দুর্নীতির আয়োজন । তখন আয় হয়ে ওঠে উপার্জন । তা বৈধ পথে অর্জন নয়,অবৈধ পথেও আয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানই সেই উপার্জনের সহায়ক। জীবনে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে তা সহায়ক না হয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে উঠেছে ।

অন্যদিকে আমাদের জ্ঞানের অভাব নেই,বরং সময়ের সঙ্গে তার বিস্তার ঘটেছে । জ্ঞান সেখানে knowledge, তথ্যের সমাহার। সেখানে কাণ্ডজ্ঞান বা common sense-এর বড় অভাব । ইংরেজিতে বলা হয়, Common sense is very uncommon। সেখানে চাকুরে সন্তান দূর থেকেই অসুস্থ বাবা-মার খোঁজখবর নিয়ে ও টাকা পাঠিয়ে অনেক করছি ভেবে বসে । তাতে বাবা-মা'র সন্তানসান্নিধ্যের গুরুত্ব নিঃস্ব মনে হয়। অন্যদিকে knowledge বা জ্ঞান যত বেড়েছে, wisdom বা প্রজ্ঞা তত বাড়েনি। আসলে প্রজ্ঞার আলোতে মানবিক মূল্যবোধ বিস্তৃতি লাভ করে । সেখানে জ্ঞানের ভোগী দৃষ্টিতে আমরা অন্ধ হয়ে পড়েছি। জ্ঞান সেখানে বৃদ্ধি পেলেও তার আলো সীমিত,অজ্ঞানতা কমলেও তার অসীম অন্ধকার । বাইরের জ্ঞান যত বেড়েছে,ভেতরে ততই তার স্বল্পতা বৃদ্ধি পেয়েছে । চোখের আলোকে সর্বদা সক্রিয় রাখতে গিয়ে মনের আলোর অভাব তীব্র হয়ে উঠেছে ।

সঞ্চয়ের মধ্যে আমাদের একদা নেতিবাচক চেতনা ছিল। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসীদের কোনোরকম সঞ্চয়ে ঘোর বিরোধী ছিলেন । পরের দিনের খাবারের রসদের সঞ্চয়েও তাঁর নিষেধাজ্ঞা ছিল । সেখানে সঞ্চয় বিষয়আশয়ী মানুষের জন্য,সন্ন্যাসীদের ত্যাগই সঞ্চয় । পরবর্তী সময়ে উনিশ শতকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সঞ্চয়কে অন্যভাবে বললেন, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা।' রামকৃষ্ণ প্রথাগত শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত নন, কিন্তু মূল্যবোধে তিনি রাজাধিরাজ। অনুরাগীদের আশীর্বাদের জন্য তিনি কল্পতরু সাজলেন,বরাভয় দেওয়া 'তোর চৈতন্য হোক'ই তাঁর মূলধন। আসলে মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার মূলে মানুষের অনন্ত চাহিদা। অজ্ঞানতাই হচ্ছে আমাদের সে চাহিদার মূল। আমরা কী চাইছি,কেন চাইছি, আমাদের কাছেই অজানা । সেখানে চেতনায় আলো জ্বালানোই সবচেয়ে জরুরি ।

সেক্ষেত্রে জীবনের সঞ্চয় ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি বা নিজের শ্রীবৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না,আমজনতার ঘরে ঘরে সঞ্জিত হয়। বহুজনহিতায় ও বহুজনসুখায়ে এক জীবন প্রদীপের আলোর মতো বহু জীবনে ছড়িয়ে পড়ে । অবশ্য অভাবের মাত্রায় নয়,আলোর প্রভাবেই সেই মহাজীবনের হাতছানি আন্তরিক হয়ে ওঠে । সেদিক থেকে কাঁধের নীচে নিম্নমুখী ক্ষুধা নিবারণ দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে না। দার্শনিক হেগেলের ভাববাদী দর্শনে বুকের ভালবাসাই সব মনে হয়। অথচ আবেগ কেটে গেলে ভালবাসাও ফিকে হয়ে যায় । আবার কার্ল মার্কস এসে পেটের ক্ষুধা নিবারণে গুরুত্ব দিলেন। অথচ সেই ক্ষুধা মেটানোর পরে নিবারণকারীর স্মৃতিও সময়ান্তরে মিলিয়ে যায় । ফ্রয়েড এসে দৈহিক ক্ষুধাকেই প্রাধান্য দেন। সেই ক্ষুধা নিবারণের প্রভাব আরও ক্ষণস্থায়ী। দেহান্তরে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে একমাত্র মানসিক ক্ষুধা নিবারণেই মেলে প্রভূত জীবনের সঞ্চয় । কেননা সেখানে ধনের দারিদ্রমোচন নয়,মনের দৈন্য নিবারণের মহত্ত্ব বর্তমান । ভিখারিকে সাহায্য করলেই উপকার হয় না,বরং তাতে তার অবস্থাকেই সমর্থন করা হয়। তাকে যদি ভিক্ষার পথ থেকে সরিয়ে এনে স্বাবলম্বী করা যায়, তবেই যথার্থ উপকার । সেক্ষেত্রে ধনের দারিদ্র নিবারণে নয়,মনের আলো জ্বালানোতেই জীবনের সবচেয়ে বেশি মহার্ঘ সঞ্চয় অর্জিত হয়। সেখানেই মেলে উন্নত জীবনের হাতছানি । মহামানবের সঞ্চয়েই সভ্যতা এগিয়ে চলে,সেই সঞ্চয়ই আবার সাধারণ্যে জীবনের পাথেয় হয়ে ওঠে, জীবনের সঞ্চয়কে অসাধারণত্বের পথ দেখায় । সেখানে একদিকে গৌতম বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট, হযরত মহম্মদ, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ,অন্যদিকে বাল্মীকি, বেদব্যাস, হোমার, শেকসপিয়র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ,গান্ধীজি,নেতাজি প্রমুখ বিচিত্র প্রকৃতির অসংখ্য মহামানবের সঞ্চয় আমাদের মহার্ঘ পাথেয়।

কলকাতার এক আদালতে বিভিন্ন শূন্যপদে নিয়োগ, জানুন কীভাবে করবেন আবেদন

কলকাতার সিটি সিভিল কোর্টে একাধিক শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। ২টি আলাদা চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। একটি Judgeship of City Civil Court at Calcutta এর অধীনে নিয়োগ করা হবে। আরেকটি নিয়োগ করা হবে কলকাতার কমার্শিয়াল কোর্টে। ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার (গ্রুপ বি), লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক (গ্রুপ সি), ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (গ্রুপ সি), গ্রুপ ডি, সামন বেইলিফ (গ্রুপ সি) পদে নিয়োগ করা হবে। যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোনো শাখায় স্নাতক হলেই ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

কীভাবে করবেন আবেদন:
https// citycivilcourtcalcutta.dcourts.gov.in/ ওয়েবসাইটে ক্লিক করে রিক্রুটমেন্ট সেকশনে গিয়ে রেজিস্ট্রার করতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করে আবেদনমূল্য জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ করার পর সাবমিট করুন। কনফারমেশন পেজ ভবিষ্যতের কাজের জন্য প্রিন্ট আউট বের করে নিন।

চাকরির বিজ্ঞাপন অনুযায়ী, ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার পদে শূন্যপদ ২। মাসে বেতন মিলবে ৩২,১০০-৮২,৯০০ টাকা করে। স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। শর্টহ্যান্ড স্পিড মিনিটে ৮০ শব্দ, টাইপিং স্পিড মিনিটে ৩০ শব্দ। কম্পিউটার ট্রেনিং শংসাপত্র থাকতে হবে। বয়স ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারির নিরিখে ৩২ বছর। তপশিলি জাতি আর ওবিসি চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের মধ্যে। তপশিলি উপজাতি চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বয়স হতে হবে ৩৭ বছরের মধ্যে। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদে শূন্যপদ ১৬, মাসে বেতন মিলবে ২২,৭০০-৫৮,৫০০ টাকা করে। মাধ্যমিক পাশ করলেই আবেদন করা যাবে। কম্পিউটার ট্রেনিং শংসাপত্র থাকতে হবে। বয়স ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারির নিরিখে ৪০ বছর। তপশিলি জাতি আর ওবিসি চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বয়স হতে হবে ৪৩ বছরের মধ্যে। তপশিলি উপজাতি চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বয়স হতে হবে ৪৫ বছরের মধ্যে। গ্রুপ ডি পদে শূন্যপদ ৪। মাসে বেতন মিলবে ১৭,০০০-৪৩,৬০০ টাকা করে। অষ্টম শ্রেণি পাশ করলেই আবেদন করা যাবে। রাজ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলি জাতি আর ওবিসি চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বয়স হতে হবে ৪৩ বছরের মধ্যে। তপশিলি উপজাতি চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বয়স হতে হবে ৪৫ বছরের মধ্যে। সামন বেইলিফ পদে শূন্যপদ ২, মাসে বেতন মিলবে ২১,০০০-৫৪,০০০ টাকা করে। অষ্টম শ্রেণি পাশ করলেই আবেদন করা যাবে। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলি জাতি আর ওবিসি চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বয়স হতে হবে ৪৩ বছরের মধ্যে। তপশিলি উপজাতি চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বয়স হতে হবে ৪৫ বছরের মধ্যে।

ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার পদে আবেদনের জন্য অসংরক্ষিত আসনের চাকরিপ্রার্থীদের ও তপশিলি জাতি চাকরিপ্রার্থীদের ৭০০ টাকা করে আবেদনমূল্য দিতে হবে। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, সামন বেইলিফ ও ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদে আবেদনের জন্য অসংরক্ষিত আসনের চাকরিপ্রার্থীদের ও তপশিলি জাতি ও উপজাতি চাকরিপ্রার্থীদের ৬০০ টাকা করে আর আর্থিক ভাবে দুর্বল চাকরিপ্রার্থীদের ৪৫০ টাকা করে আবেদনমূল্য দিতে হবে। গ্রুপ ডি পদে আবেদনের জন্য অসংরক্ষিত আসনের চাকরিপ্রার্থীদের ও তপশিলি জাতি ও উপজাতি চাকরিপ্রার্থীদের ৫০০ টাকা করে আর আর্থিক ভাবে দুর্বল চাকরিপ্রার্থীদের জন্য ৪৫০ টাকা করে আবেদনমূল্য জমা দিতে হবে।

কীভাবে চাকরিপ্রার্থীদের বাছাই করা হবে: স্ক্রিনিং টেস্ট, ডিকটেশন ও ট্রান্সক্রিপশন টেস্ট, টাইপিং টেস্ট, কম্পিউটার দক্ষতা ও পার্সোনালিটি পরীক্ষা নেওয়া হবে ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার নিয়োগের জন্য। প্রিলিমিনারি সিলেকশন টেস্ট, মেইন পরীক্ষা, কম্পিউটার দক্ষতা ও পার্সোনালিটি পরীক্ষার মাধ্যমে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক বাছাই করা হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, ডেটা এন্ট্রি স্পিড টেস্ট ও ইন্টারভিউ মারফত ডেটা এন্ট্রি অপারেটর বাছাই করা হবে। লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোনালিটি পরীক্ষার মাধ্যমে গ্রুপ ডি আর সামন বেইলিফ পদে চাকরিপ্রার্থীদের বাছাই করা হবে।

Yamaha R3 ও MT-03-এর দামে বড় পতন, কমলো ১.১০ লাখ টাকা

নতুন বছরে ক্রেতাদের জন্য ইয়ামাহার (Yamaha) দারুণ চমক। দুটি জনপ্রিয় মোটরসাইকেল Yamaha R3 ও MT-03-এর দামে বড় কাটছাঁটের ঘোষণা করেছে। এবার এই বাইকগুলির দাম ১.১০ লাখ টাকা কমানো হয়েছে, যা গ্রাহকদের জন্য অত্যন্ত ভালো খবর।

ইয়ামাহা নিশ্চিত করেছে যে এটি কেবল স্টক ক্লিয়ারেন্স সেলের অংশ নয়, বরং নতুন মূল্য ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে এবং নতুন বছরের সমস্ত মডেলের জন্যই প্রযোজ্য হবে। এই মূল্য হ্রাসের ফলে Yamaha R3-এর দাম দাঁড়িয়েছে ৩.৬ লাখ টাকা (এক্স-শোরুম), যেখানে MT-03-এর নতুন দাম ৩.৫ লাখ টাকা (এক্স-শোরুম) নির্ধারণ করা হয়েছে।

Yamaha R3 ও MT-03 দুটিই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য পরিচিত। এগুলির শক্তিশালী ইঞ্জিন, উন্নত চ্যাসিস, ও স্টাইলিশ ডিজাইন অনেক বাইকপ্রেমীদের আকর্ষণ করে।

তবে, বাইক দুটি সম্পূর্ণ বিল্ট-আপ ইউনিট (CBU) হিসেবে আমদানি হওয়ায় দাম অত্যধিক বেশি ছিল, যার ফলে অনেকেই কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না।

কিন্তু এই দামের বড় পরিবর্তনের ফলে এখন গ্রাহকদের কাছে এই বাইকগুলি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। Yamaha-এর এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় মোটরসাইকেল বাজারে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

ভারতীয় বাজারে Yamaha-এর কৌশল

ইয়ামাহা এই দামের পরিবর্তন করে ভারতীয় বাজারে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা করছে।
যারা প্রিমিয়াম স্পোর্টস বাইক খুঁজছেন এবং বাজেটের কারণে Yamaha R3 বা MT-03 কেনার কথা ভাবতে পারছিলেন না, তাদের জন্য এটি দুর্দান্ত সুযোগ।

এই নতুন মূল্য হ্রাস বাইকপ্রেমীদের জন্য ইয়ামাহার একটি বড় উপহার বলা যেতে পারে, এবং এটি কোম্পানির বিক্রয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আপনার কাজ কি এআই থেকে নিরাপদ? আর্থিক সমীক্ষায় উদ্বেগের প্রতিকারের পথ

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ ও ২০২৫ তে উঠে এসেছে AI এর ব্যবহার বড় আকারে গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পেশায় কর্মী সংকোচন প্রবল। এর ধাক্কা লাগছে অর্থনীতিতে। প্রাক-বাজেট নথিটি শ্রমবাজারের বিঘ্নের পূর্বাভাস দেয় এবং পরামর্শ দিয়েছে। AI প্রযুক্তি যে বাধাগুলি নিয়ে আসবে তা মোকাবিলা করার জন্য উন্নয়নশীল প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা ভারতকে কীভাবে প্রস্তুত করা যেতে পারে।

সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে উন্নয়নের কারণে শ্রমবাজারের ব্যাঘাতের উদ্বেগের বিষয়ে কথা বলেছে, যেখানে বলা হয়েছে AI বড় আকারে গ্রহণের জন্য স্থল এখনও প্রস্তুত ছিল না।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ ও ২০২৫ -এ, সরকার শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সহ জ্জ্জ এর কারণে আর্থ-সামাজিক বাধাগুলি মোকাবিলা করার জন্য ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়েছে।

প্রাক-বাজেট নথিতে AI এর কারণে সম্ভাব্য বাধা এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ ও ২০২৫ বলছে যদিও শ্রমের উপর AI এর প্রভাব বিশ্বব্যাপী অনুভূত হবে। ভারতের ক্ষেত্রে সমস্যাটি বড় হয়েছে কারণ এর আকার এবং তুলনামূলকভাবে কম মাথাপিছু আয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তঐটি সবাইকে খারাপ করে দেবে এবং এর ফলে দেশের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হবেদ। ভারত সরকারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে কীভাবে কয়েক বছরের মধ্যে, তবুদ্ধিমান মেশিনগুলি এমন কাজগুলি

সম্পাদন করতে সক্ষম হবে যেগুলি আজ প্রধানত মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয়দ। দেখা যাচ্ছে,এটি স্বাস্থ্যসেবা, ফৌজদারি বিচার, শিক্ষা, ব্যবসা এবং আর্থিক পরিষেবার মতো সেক্টরে সমালোচনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে এআইকে মানুষের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

ভারত মার্চ মাসে AI-তে ১.২৫-বিলিয়ন বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে। ইন্ডিয়াএআই মিশন এআই স্টার্টআপদের অর্থায়ন সক্ষম করবে এবং তাদের নিজস্ব এআই পরিকাঠামো বিকাশে সহায়তা করবে। চিন তার সস্তা ডিপসিক ট্র১ AI দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে। চীন-উন্নত লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের (LLM) ঘোষণা বিশ্ব স্টক মার্কেটকে নাড়া দিয়েছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা 'স্টুয়ার্ডিং প্রতিষ্ঠান' সম্পর্কে বলে যা 'একটি পদ্ধতির ডিজাইন করা হবে যেটি উদ্ভাবনকে বাধা না দিয়ে জনকল্যাণের ভারসাম্য বজায় রাখে'।

শুরু হয়ে গেল বিটা প্রজন্ম, কী হবে এবার?

২০২৫-৩৯ সালে যে সব শিশুর জন্ম হবে তাদের বলা হবে বিটা প্রজন্ম (Generation Beta)। মোটামুটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন প্রজন্মের দেওয়া শুরু হয়। নির্দিষ্ট কিছু বছরের মধ্যে জন্মানো মানব শিশু মূলত নামকরণ করা হয়।
১৯২৮-১৯৪৫ সালের শিশুদের বিল্ডার্স বলা হয়।
১৯৪৬-১৯৫৪-রা Boomers 1
১৯৫৫-১৯৬৪র শিশুরা হল Boomers 2
১৯৬৫-১৯৮০ হল Generation X
১৯৮০-১৯৯৪ হল Gen Y
১৯৯৫-২০০৯ Gen Z (মার্কিন উচ্চারণে অক্ষরকে Zee উচ্চারণ করা হয়)
২০১০-২০২৪ Gen Alpha
২০২৫-২০৩৯ Gen öïÝþy

লক্ষ্যণীয় বিষয় বিল্ডার্স প্রজন্মের সময়কাল ছিল ১৭ বছর, বুমার্স এর দুই প্রজন্মের সময়কাল ১০ বছর, ঝত্র: অ ১৫ বছর আর তারপর থেকে ১৪ বছর করে। 'বিটা প্রজন্ম' বলতে সাধারণত এমন একটি প্রজন্মকে বোঝানো হয় যারা প্রযুক্তির একটি বিশেষ স্তরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে বা বড় হবে, যেখানে

ডিজিটাল প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এবং অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে। এই প্রজন্মের মানুষদের জীবনে অনেক নতুন প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও উদ্ভাবন ঘটবে। এই নামটি সাধারণত পূর্ববর্তী 'আলফা প্রজন্ম'-এর পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, যাদের জন্ম ২০১০-২০২৫ সালের মধ্যে হয়েছিল। এর অর্থ হল য, ২০২৫-২০৩৯ সালের মধ্যে জন্মানো শিশুরা সম্ভবত আরও উচ্চতর প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মধ্যে বেড়ে উঠবে এবং তাদের জীবনযাত্রা আরও ডিজিটাল ও প্রযুক্তি-নির্ভর হবে। 'বিটা প্রজন্ম' নামের পেছনে যে ধারণা থাকতে পারে, তা হচ্ছে তারা এক ধরনের পরীক্ষামূলক বা প্রাথমিক পর্যায়ের প্রজন্ম হতে পারে, যেহেতু বিটা সংস্করণ সাধারণত কোনো প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক বা উন্নয়নশীল সংস্করণকে বোঝায়।

এই শিশুরা এমন একটি পৃথিবীতে বড় হবে যেখানে প্রযুক্তি হবে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জেনারেশন বিটার জীবনে আরও প্রভাব ফেলবে।